অশ্রু।

[গীতিকাব্য]

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী সম্পাদিত।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রকাশিত।

শান্তিকুটীর

কাঁচরাপাড়া।

সন ১৩১৫।

মূল্য—৸০ বার আনা।

"Though no temple richly drest
Though no sacrifice is here
We'll make His temple in our breast
And offer up a tear."

GOLDSMITH.

উপহার।

শ্রীমতী মনোরমা দাসী,

চিরায়ুষ্মতীষু—

[illegible]না !

সীমাশূন্য শোকরাশি, কে লইবে ছুটে আসি
তুই ছাড়া এ জগতে,—ভগিনি আমার !
আমার প্রাণের ব্যথা, বিষাক্ত মরম-গাথা,
তুই ছাড়া কে শুনিবে—কে আছে রে আর ?
তোরে দিতে পারি যাহা, খুঁজে ত পাই না তাহা,
কিছু নাই—আছে শুধু, তপ্ত আঁখিধার !
তা' যদি বাঁধিতে চাস্, দিয়া শত স্নেহ-পাশ,
তবে, এই লও বোন্—স্নেহ-উপহার—
এক ফোটা অশ্রু আজ

অভাগা

দাদার

গরিফা
১৩১৫ সাল।

সূচীপত্র।

অশ্রু ।

চাহিনা ।

১

চাহিনাক ভালবাসা, চাহিনাক প্রতিদান,
আমি যারে ভালবাসি সেই শুধু মোর প্রাণ ;
চাহিনাক কারো দয়া, শীতল প্রণয় ছায়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি হয় আয়ু অবসান ;
চাহি শুধু বিশ্বমাঝে হারাতে আমিত্ব জ্ঞান ।

২

ভালবাসি 'বাসিভাল'—চাহিনাক প্রতিদান,
চাহিনা সমাজপাশে, শিখিতে ধরমজ্ঞান ;

রবি উঠে খেটে খুটে, ডুবে যায় পুনঃ উঠে,
সে মোরে শিখায়ে শেষে চলে যায়—ম্রিয়মাণ—
"পরার্থে আপন প্রাণ দিতে সদা বলিদান।"

৩

চাহিনা শুনিতে আর রাগিণী পূরবী তান,
চাহি শুধু বনে বসে, শুনিতে পাখীর গান ;
বিহগের মধুগীতি, শিখাবে আমারে নিতি,
স্রষ্টার সৌন্দর্য্যরাশি নীরবে করিতে পান ;
ভাতিবে নয়ন-কোণে জগতের ছবিখান।

৪

চাহিনা রমণী-প্রেম—মিছা ভালবাসা ভান—
স্বার্থবিষে ভরা সে যে, পদে পদে অভিমান
তটিনী সাগরপানে, ছুটে যায় নিজ মনে,
জগতের হিতব্রতে খুলে দিয়ে নিজপ্রাণ ;
তারি কাছে শিখিবগো "সর্ব্বভূতে সমটান"।

৫

চাহিনা জগতে মোর কিছুই চাহিনা আর,
চাহি শুধু নিরজনে ঢালিতে নয়নাসার !

চাহিনা আমোদ হর্ষ, কামিনীর *কমস্পর্শ,
আধ মুকুলিত হাসি মধুর অধরে তার ;
চাহিরে ফুলের হাসি, অট্টহাসি চপলার !

৬

জগতে কিছুরি তরে নহে মন আনচান,
সেই এক মহাধ্যানে সমাধি লভিবে প্রাণ,
চাহিনা সংসার রীতি, চাহিনা সমাজ নীতি,
ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ, বিপুল ঐশ্বর্য্য মান ;
আমার অভাব যাহা, প্রকৃতি করিবে দান।

স্বপ্নে।

১

ভেবেছিনু কাঁদিবনা আর এ ধরায়,
ভেবেছিনু আঁখি কোণে অশ্রু নাহি আর
বৃথা সে ভাবনা মোর,
এখনো জলদ ঘোর,
ছাইয়া রয়েছে মোর হৃদয় মাঝার ,
জাগরণে কাঁদিনাক—স্বপনে কাঁদায় !

২

জানি ভাল, শুনিয়াছি, "অলীক স্বপন,"
অসার কল্পনা শুধু রচয়িতা তার—
সব জানি তবু হায়,
হৃদয় ফাটিয়া যায়

কি যেন অজানা ব্যথা জাগে বার বার ;
সে স্বপন স্মরি, তাই ঝরে দুনয়ন।

৩

নিশি দিন নিজ মনে নিভৃত নিলয়ে
মন্দার-কুসুম ভাবি পূজি আমি যারে,—
একি স্বপ্ন ! একি মায়া !
একি ভ্রান্তি ! একি ছায়া !
—বিজন মন্দির ছাড়ি চাহে উড়িবারে !
চাহেনা থাকিতে সেকি হৃদয়ে লুকায়ে !

৪

একি দেখি, "নৃপতির প্রমোদ-কাননে,
সাজান "আইভি লতা" মাঝে সে বসিয়া !
লুকান 'অপরাজিতা',
আঁধারি হৃদয় পাতা,
ছাড়িয়া নীরব পুরী গিয়াছে চলিয়া—
নিরাশ পরাণে তাই চাহি গৃহ পানে।

৫

সুদূর সাগর-প্রান্তে, বিজন বেলায়,
উজলি হৃদয়-পুরী ছিল যে ফুটিয়া ;

সহস্র কুসুম মাঝে
আজ সে মূরতি রাজে—
সেও ঢালি দিয়া কায় লহর-মালায়
মিশিল অসীমে গিয়া, আমারে ফেলিয়া !

৬

রোধিবনা তোমা দেবি, যেথা ইচ্ছা যাও
ক্ষুদ্র আমি, নাহি শক্তি, রাখিতে ধরিয়া ;
নীরব আমার ভাষা
নীরব এ ভালবাসা
লাগেনাক ভাল তাই, যেতেছ চলিয়া,—
তবু কেন কেঁদে বলি "দাঁড়াও দাঁড়াও"?

৭

সহস্র পরাণ মাঝে আপনা হারায়ে,
জানি আমি তুষিবেগো স্নেহ-সুধা-ধারে,—
তথাপি, তথাপি হেন
হৃদয় চাহেনা যেন
তথাপি বাসনা কেন, শুধু পুরাবারে,
অনন্ত সাধনা মম, একাকী লুকায়ে ?

৮

ভেঙ্গে গেল ঘুম-ঘোর, মিলাল স্বপন,
বুঝিলাম, আঁখিধারা পড়িছে ঝরিয়া ;
"—আমার উপাস্য দেবী
তুই নাকি চলে যাবি ?—"
হাসি মুখে আঁখি তুলি দেখিল চাহিয়া—
"—অলীক স্বপন—"আমি মুছিনু নয়ন।

নীরবে।

১

কেন আমি পারিনা বলিতে,
হৃদয় হইতে খুলি, জীবনের সাধগুলি,
প্রাণের বিষাক্ত ব্যথা, মরমের যত কথা,
জানাতে, কাঁদিতে আর জীবনে জুড়াতে ;
আবেগে হৃদয় কাঁপে, পারিনা বলিতে !

২

সাধ হয় হৃদয় খুলিয়া,
ছুটে গিয়ে তার পাশে, দেখাইব কাছে ব'সে,
মরমের স্তরে স্তরে, কত ছবি থরে থরে,
সাজান তাহারি লাগি, আকুলে কাঁদিয়া ;
যেন গো দেখালে তারে জুড়াইবে হিয়া।

৩

কত কথা যেন বলিবার ;—
অনন্ত বরষ মাস, রুদ্ধ করি যদি শ্বাস,
অবিরাম বলে যাই, তবু তার শেষ নাই,
তবুও সকলি বাকি রবে জানাবার ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে শেষ নাহি তার !

৪

কিন্তু হায়, এ রীতি কেমন ! -
সে যে গো নিকটে এলে, আপনারে যাই ভুলে,
কথাটী বলিতে যাই, কি বলিব মনে নাই,
নীরবে জাগিয়া উঠে হৃদয়-বেদন
কোন মোহরাজ্যে প্রাণ করে পলায়ন।

৫

কেন নাহি কথা বাহিরায় ?
সেও ত নীরবে রয়, একটী কথা না কয়,
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে পাশে, কথাটী পাবার আশে,
নিরাশ হৃদয়ে শেষে ধীরে চ'লে যায়,—
অমনি নয়নে মোর অশ্রু উথলায়।

৬

ভাবি মনে, কেন:হেন হয় !—
যাহারে আপন জানি, যাহার পরাণ খানি,
শত স্নেহ-ফুল দিয়ে, আপনারে সাজাইয়ে,
হৃদয়-দর্পণে মম সদা প্রতিভায় ;
তাহারে হৃদয়-গাঁথা বলা একি দায় !

৭

কথা কি গো নাহিক ভাষায় ?
এবার নিকটে এলে, কথা কব প্রাণ খুলে
এবার শুধাব তাকে, কেন সে নীরবে থাকে,
এমন নীরব স্নেহ শিখেছে কোথায়,
অথবা, আমারি মত কথা নাহি পায় !

৮

কিন্তু একি ! কে কারে শুধায় !
এইত এসেছে কাছে, এইত দাঁড়ায়ে আছে,
চাহিলাম মুখ তুলে, কথাটী শুধাব ব'লে,
কি স্রোত বহিয়া গেল মথিয়া হৃদয় !
ফুটিল না স্বর আর ভাঙ্গা সেতারায় !

কেন দেরী আর।

১

জগদীশ,

হৃদয় আমার

গড়েছ কি উপাদানে বল একবার?

শুধুই কি বরিষার, অবিরল বারিধার

শুধু কি অনলরাশি মেঘের মাঝার,—

হৃদয় আমার!

২

বল, বিভো,

বল একবার,

আমার সুখের দিন ফিরিবে কি আর?

শুখাবে কি আঁখিজল, নিভে যাবে এ অনল

তিল তিল করি হৃদি না হতে অঙ্গার

বল একবার!

৩

জানি আমি,

ফিরিবেনা আর ;—

শূন্যে মিলাইবে মোর তীব্র হাহাকার ;

জাগিবেনা ভাঙ্গা প্রাণ, আরো হবে খান্ খান্

কাঁদিয়া ফুরাবে মোর জীবন অসার !

ফিরিবেনা আর।

৪

কেন তবে,

নিঠুর সংসার

আবাহন করে দেব মোরে বারবার ?—

দাও মম হৃদে বল, ভেদিয়া মায়ার ছল,

পরাণ উড়িবে যাহে চরণে তোমার !

নিঠুর সংসার।

৫

ছিছি, ছিছি,

কিসের সংসার !

সব যাক্ জ্ব'লে পুড়ে হ'ক ছারখার ;—

কে চাহে থাকিতে হেথা, সহিয়া অশেষ ব্যথা,

পায়ে পড়ি পরমেশ, ফিরাওনা আর ;

কিসের সংসার !

৬

জানি আমি,

ফিরিবেনা আর ;

শূন্যে মিলাইবে মোর তীব্র হাহাকার

জাগিবেনা ভাঙ্গা প্রাণ, আরো হবে খান্ খান্

কাঁদিয়া ফুরাবে মোর জীবন অসার !

ফিরিবেনা আর।

৭

তবু ভাবি,

ফিরিবে আবার—

হবে পুনঃ পোড়া প্রাণে অমিয় সঞ্চার—

শুখাইবে আঁখিজল, নিভে যাবে এ অনল,

অনলে অনলে যবে হবে একাকার

চিতায়, ফুরাবে মোর যাতনা অপার !

৮

বল, বিভো !

বল একবার,

সত্য কি সেদিন আমি জুড়াব আবার ?

কিন্তু কত দেরী আর, বল, বল প্রাণাধার,

আমি যেগো সেই আশে বহি শোকভার ;

লও মোরে কোলে টেনে কেন দেরী আর !

ভগ্ন অট্টালিকা দর্শনে।

১

এইখানে একদিন, এ ভগ্ন প্রাসাদ-তলে,
কতবার, কতবার
সে দিন কি হবে আর
বসিতাম, কতজন সারি সারি দলে দলে ;
কত হাসি, কত কথা
কত শান্তি, মধুরতা,
কত খেলা, ছেলেবেলা, সব যে গো গেছে চলে !

২

হা অদৃষ্ট ! হা ঈশ্বর ! একদিন এই ঘরে
প্রাণভরা ভালবাসা
স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, আশা,
স্বরগ-সৌরভ যত, বিরাজিত একাধারে ;

কে জানিত, হায়, ভবে
এ সুখ (ও) পুড়িয়া যাবে—
এ সৌধ, শ্মশান হবে কালের কঠোর করে !

৩

একদিন হ'ত যে গো উল্লাস প্রফুল্ল প্রাণে
মুখরিত পল্লীখানি
শুনিয়া সে উচ্চধ্বনি
সায়াহ্ন মঙ্গল-গীতি—শতকণ্ঠে কলতানে,
সেই উচ্চ কণ্ঠস্বর
আজো বাজি নিরন্তর
অতীতের স্মৃতি যেন কহে যায় কানে কানে !

৪

একদিনে—একদিনে, কত কথা আসে মনে,
সেই গৃহ ! হায়, হায়,
দেখে আর চেনা দায়
জননী-জীবন-জ্যোতি নিবিয়াছে এইখানে !
আরো আজ সেই ঘর
আঁধার নিবিড়তর
সে প্রাসাদ ভগ্ন আজ,—আচ্ছন্ন নিবিড় বনে !

৫

তারপর, ফাটে বুক, চাহিলে অতীত পানে ,—
পরমেশ, একি পাপ !
একি তব অভিশাপ !
নিমেষে পুড়িল সব তোমার অনল-বাণে !
লো প্রাসাদ ! এত জ্বলি
তবুত দাঁড়ায়ে ছিলি,
লুকাবি কি তুই (ও) এবে নিদারুণ অভিমানে ?

৬

আয় ভগ্নগৃহ ! আজ একবার দোঁহে বসি,
বিভুপাদ-পদ্মদুটী—
পূজি লো কাতরে লুটি,
সাজাইয়া পঞ্চপাত্র ভরা আঁখি জলরাশি ;—
ওই বায়ু ব'হে যায়,
ক'রে যায় "'হায় হায়",
আয় আয়, তোর ভস্মে মোর অশ্রু যাক্ মিশি !

৭

জগত-নিয়ন্তা তুমি ! একি ঘোর অবিচার !
সকলি ত চ'লে গেছে,
তবে কেন স্মৃতি আছে ;—

নির্দ্দয়! নিভাও স্মৃতি, লহ প্রাণ অভাগার ;—
—কি আর কাঁদিয়া হবে,
কে কোথা সুখী এ ভবে,
জানিগো জীবন-পথে, শুধু হাহাকার সার!

৮

বিদায় প্রাসাদ! তবে, যাই কর্ম্মস্রোতে ভাসি,
থাক তুমি প্রান্তরের নিভৃত কান্তারে বসি
তাপদগ্ধ হব যবে,
ঘুরে এই পোড়া ভবে,
আঁখিজলে তোর কোলে ধুয়ে যাব ব্যথারাশি,
আমারি লো সমদুঃখী তাই তোরে ভালবাসি! *

* বড়জাগুলির ভগ্ন "মামারবাড়ী" দৃষ্টে লিখিত।

"জগতে অভাব কিছু ছিলনা আমার

সকলিত ছিল গো আমার ;
ছিল পূজ্যপাদ পিতা, ছিল স্নেহময়ী মাতা,
এবে, হায়, কেহ নাহি আর ;—
স্নিগ্ধ-মাতৃ-স্নেহালোক, এ হৃদয়ে না পশিতে,
চূর্ণ হয়ে গেছে দীপাধার !

২

সকলিত ছিল গো আমার ;
পাষাণে সলিল ছিল, হৃদে ভালবাসা ছিল,
এবে, হায়, কিছু নাহি আর ;
তপ্ত সৌর খর করে, সলিল শুখায়ে গেছে—
ছিঁড়ে গেছে ভালবাসা হার।

৩

সকলিত ছিল গো আমার ;
মরুভূমে জলাশয়, অশ্রুভরা আঁখিদ্বয়,
এবে, হায়, তাও নাহি আর !
সুতীব্র শোণিত-স্রোত, নেত্রক্ষেত্রে ছুটিয়াছে,
ফুরায়েছে ক্ষীণ জলধার !

৪

সকলিত ছিল গো আমার ;
উন্নত পাদপ ছিল, আশার আশ্বাস ছিল
এবে কেন, কিছু নাহি আর ?
পদ-বিজড়িত-লতা, তরু বেড়ি না উঠিতে,
ঝটিকা ছিঁড়েছে লতা তার।

৫

তথাপি কি নাহিক আমার ?
এ ভগ্ন হৃদয় আছে ; দীপ্ত বাল্যস্মৃতি আছে
জাগাইতে শান্তিশিখা অন্তর মাঝার—
নরকে স্বরগ আছে, পুণ্য জন্মভূমি আছে,
ভুলে ত যাইনি সেগো কথা অভাগার !

৬

তথাপি কি নাহিক আমার ?

আমারে, মা মাতৃভূমি, রেখেছ হৃদয়ে তুমি,

রাখিয়াছ চিতাভস্ম পিতার আমার ;

যেন মোর আয়ুশেষে, তোমারি কোলেতে ব'সে,

ভস্ম হয়ে সেই ভস্মে মিশিগো আবার।

তা'হলে, জননি ! গিয়ে

বলিব দেবতা পায়ে,

"জগতে অভাব কিছু ছিল না আমার" !

আশার কুহক।

একদা রজনী শেষে, জীবন-উষায়,
তীব্র রবি কর তাপ পশেনি তখন
জীবন-প্রাসাদ শিরে ; হেরিনু স্বপন,
ভবিতব্য-চারু-ছবি কে যেন দেখায়।

২

"—মরুভূমি মাঝে এক চারু-সরোবর,
শত শত ফুল্ল পুষ্প ফুটেছে তাহায় ;
দেব-পদ-পূজা তরে, যত দেবচর,
একে একে স্বর্গে তাহা ছিঁড়ে লয়ে যায়।"

৩

শুনিলাম স্বপ্নাবেশে, বামাকণ্ঠস্বরে,
"অস্ফুটকুসুম ওই, চেয়ে দেখ দোলে"—

কে যেন কহিল মোরে—"শান্ত চন্দ্রকরে
ফুটিবি সময়ে তুই সরোবর-কোলে"।

৪

মুড়িল সে ছবি বালা ; খুলিল আবার
অন্যখানি ; দেখিলাম সভয়ে চাহিয়া ;
'—উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে ভীম পারাবার
ছুটেছে আপন মনে যেন গরজিয়া—'

৫

'—মকর কুম্ভীর আদি হিংস্র জলচর
উঠিয়াছে, ডুবিয়াছে, চলেছে ভাসিয়া,
অসংখ্য মানব দেহ তাহার উপর
চলেছে তরঙ্গবেগ যেন উপেক্ষিয়া—'

৬

—'কেহ বা সে বারিরঙ্গ অসহ্য জানিয়া
ডুবিয়াছে, ডুবিতেছে অতল সাগরে,
কোথাও বা জলচর, মীনাদি আসিয়া
গিলিয়াছে, গিলিতেছে শক্তিহীন নরে—

৭

দেখাইল চিত্রকরী,—আমি তার সনে
চলিয়াছি অতিক্রমি যেন জলপথ

ক্ষীণবলে;—কহিল সে মোর কানে কানে,
“আছে শক্তি তোর, পাবি সাগর-সৈকত।”

৮

রাখিল সে ছবি বালা; কহিলাম তারে
“কে তুমি ললনে! কিবা সেই সরোবর?
কিবা সেই ফুলদল?”—বিস্তারিয়া মোরে
“কহ কেবা পারাবার? কেবা জলচর?”

৯

“সংসার সে মরুভূমি, সংসার(ই) সাগর
কবি সে কুসুমদল, কাব্য সরোবরে;
সংসারের রিপুকুল, সেই জলচর
শোকতাপ, সাগরোর্ম্মি সংসার-সাগরে।”

১০

“—মানব মানস-পটে আমি চিত্রকরী
আশা মোর নাম”—বলি লুকাইলবালা
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর; সূর্য্যোদয় হেরি
উঠিলাম শয্যা ত্যজি, স্মরি স্বপ্নমালা।

১১

সেই যে লুকাল আশা, ফিরিল না আর
সে অবধি যত বেলা হতেছে জীবনে

ততই ডুবিছে আশা, স্মৃতি শুধু তার
চিন্তা-সূর্য্য-কর-সহ, দহিছে এ প্রাণে।

১২

এবে সেই মরুভূমি,—কোথা জলাশয় ?
বুঝিয়াছি মায়াবিনী আশা-প্রলোভনে
ভুলিয়া অবোধ আমি, সৌর-ভ্রান্তিময়
মরীচিকা-জলাশয় দেখেছি স্বপনে।

১৩

নাহি স্নিগ্ধ তরুছায়া—ধু ধু সে প্রান্তর,
নিরাশার তীব্র-বিষ-প্রবাহ চৌদিকে !
কোথায় সে ফুল্ল ফুল, স্বচ্ছ সরোবর,
শত-মায়া-মরীচিকা শুধু চারিদিকে !

১৪

বলহীন আমি এবে সংসার সাগরে,
সহস্র তরঙ্গ-ক্ষিপ্ত, যাই ভেসে ভেসে
—জানিনা কোথায় যাব—কত শত দূরে—
—কিম্বা ভীতিপূর্ণ সেই অম্বুতলদেশে।

১৫

শেষ তরী তরিতে এ বিশাল বারিধি
ছিল আশা, নাহি আর গিয়াছে ডুবিয়া ;
গেছে সুখ, গেছে শান্তি,—হায়, সে অবধি
শূন্যপ্রাণে শতদূরে যেতেছি ভাসিয়া !

অশ্রু।

১

অশ্রুনীর নহে নীর গলিত মমতা,
কে বলে জাহ্নবী বারি
শোক দুঃখ তাপহারা,
পারে কি জাহ্নবী কভু হরিবারে ব্যথা ?
অশ্রুনীর নহে নীর গলিত মমতা।

২

অশ্রুনীর নহে নীর গলিত মমতা
ভগবানে পূজিবারে
পরহিত সাধিবারে
মানব নয়নে অশ্রু দিয়াছে বিধাতা
অশ্রুনীর নহে নীর গলিত মমতা।

৩

হেরি পাপী হেরি তাপী, হেরি অভাজনে
নাহি মনে ঘৃণালেশ
মমতার একশেষ
উদয়ে আপ্লুত হয় নয়ন সলিলে
গলিত হইয়া স্নেহ নয়নেতে দুলে !

৪

ভগবৎ-প্রেমে যার মত্ত হয় হিয়া
বাহ্যে শুধু বুঝা যায়
নয়ন সলিলে হায়,
নয়ন সলিলে সদা ঝর ঝর ঝরে,
মরি কি পবিত্র প্রেম নয়নের নীরে !

৫

বহাও জাহ্নবী জীব নয়নের নীরে
হ'য়ে সেই জলে স্নাত
উদ্ধারিবে জীব শত
ঘুচে যাবে হৃদয়ের শোক তাপ ব্যাথা
অশ্রুনীর নহে নীর গলিত মমতা !

—০—

শ্মশান-সংসার।

১

সাধে কি বলিহে আমি শ্মশান সংসার ;
হিংসা-দ্বেষ-চিতানল জ্বলে হেথা অবিরল,
নিঠুরতা তপ্তবায় বহে অনিবার।

২

জ্বলে হেথা বিরহের ভীম হুতাশন ;
প্রবঞ্চনা হাড়মালা, ফুটে সদা দেয়জ্বালা,
তপ্তবায় দগ্ধকায়, চলেনা চরণ।

৩

পবিত্র শ্মশান কোথা ? যেথা নদীজলে
বেলা-আবর্জ্জনা রাশি, মিশে যায় দিবানিশি
যেথা স্নিগ্ধ তরুরাজি নিবারে অনলে।

৪

সংসার(ও) পবিত্র—যেথা প্রেমনদী জলে
এ ভবের ভস্মরাশি, বহুদূরে যায় ভাসি,
প্রণয়-পাদপ-ছায়া প্রাণ সুশীতলে।

৫

সে শ্মশান প্রেতভূমি, ভীতির আলয়রে ;
এ শ্মশানে(ও) ভীতিময়, লোভ আদি রিপুচয়
ভুলায়ে মানবে গ্রাসে আপন কবলে রে !

৬

এইমাত্র ভেদ শুধু শ্মশানে সংসারে রে ;—
সুখময় সে শ্মশান, চিরশান্তি বাসস্থান,
কোথা সুখ ? কোথা শান্তি ? এ মর ধরায় রে ;
মায়াময় এ শ্মশান, শুধু ভালবাসা ভান
শুধু মায়াময়ী আশা, শুধু প্রাণনাশী তৃষা,
শুধু স্মৃতি, বিষময়ী, শুধুই অশান্তিরে !

ভারত ও শরতের মেঘ।

তিমির বসন জালে আবরি শরীর
ঘুরিছে আকাশ ক্রোড়ে কাতর রোদনে ;
বিজলী, বিরহ-বহ্নি রহিয়া রহিয়া
জ্বলিয়া উঠিছে, পুনঃ নিভিছে তখনি !
কার তরে ব্যাকুলতা ? সূর্য্য সেকি ? তাকে
ঢেকেছ ত তুমি নিজে, নিজ অবয়বে—
কেন তবে বারিহীন বিফল গর্জ্জন ?
ভারতও ঢেকেছে কায় তিমির-বসনে,
স্বাধীনতা সূর্য্য তার হারায়েছে বলি'
নিজদোষে ; খুঁজিছে সে নীরব রোদনে,
সঞ্জীবনী বারিধারা নাহি একতার,
ক্ষণস্থায়ী বহ্নি শুধু জ্বলে মাঝে মাঝে ;
শরতের মেঘ ! আমি তাই বলি তোরে,
ভারতের প্রতিবিম্ব অম্বর দর্পণে !

—*—

পত্রিকা।

স্নেহময়ি ভগিনি আমার !
ব'লনা লিখিতে মোরে, লিখিবনা আর ;
গেছে শান্তি, গেছে আশা, তবে কেন ভালবাসা
নিভাইব সব স্মৃতি—বিদায় এবার !
লিখিবনা আর।

২

স্নেহময়ি ভগিনি আমার !
আর দেখিবনা তোরে, বাঁধিবনা মায়া ডোরে,
একাকী একাকী রব জগত মাঝার,
বিদায় এবার !

৩

সুদূর অতীত স্মৃতি স্বপনের প্রায়,
দিবানিশি কেন মোর হৃদয়ে লুটায়,—

কিছুতে পারিনা ত'রে, তাড়াতে তাহারে দূরে,
মনে হলে সব কথা বুক ফেটে যায় ,—
কিছুই লাগেনা ভাল, তাই রে বিদায় !

৪

আমার জীবন-স্রোত কোন পথে বয়
কি করিব আর তারে ফিরাবার নয়
ছায় প্রাণ নিরাশায়, আশা গুলি সরে যায়
কাতরে মরণ যাচি. কিন্তু তবু হয়,
কাতর জীবন ব'য়ে মরিতেও ভয় !

৫

নীরবে ঝরিয়া পড়ে নয়ন-আসার;
এ পোড়া হৃদয় হায়, পরিপূর্ণ কি ব্যথায়
প্রকাশ করিতে নাহি ক্ষমতা ভাষার,
আর জানাবনা ব্যথা, ভাবিবনা কারো কথা
জীবন বহিয়া যাক্ যেথা ইচ্ছা তার,
ভুলে যাও, স্নেহময়ি ভগিনি আমার !

৬

বুঝিয়াছি,—এ জীবনে কিছুই হবেনা,
মরিলে, দিনেক মোর নামও রবেনা ;

নীরবে আসিয়া ভবে, নীরবেই যেতে হবে,
শুধুই সহিয়া যাব দারুণ বেদনা!
শুনিয়া আমার কথা, তুই(ও) কেন পাবি ব্যথা,
ভুলে যারে এইবেলা আমার ভাবনা;
তোরে আর মিছামিছি কাঁদাতে চাহিনা।

৭

কেঁদোনা ভগিনি মোর, বিদায় বিদায়,
আর লিখিওনা কিছু, ডেকোনা আমায়;
যদ্যপি বিপদ-জালে, ছিঁড়ে ফেলে কোন কালে
শান্তি পথে লয়ে যেতে পারি এ জীবন,
আবার দেখিব, বোন্, তোমারে তখন!

৮

আর যদি মরণের শান্তিময় দেশে,
এই দীর্ঘকাল মাঝে চলে যাই ভেসে—
কিম্বা, নাহি মৃত্যু মোর, কোথা সে কপাল জোর?
—তুই যদি আগে যাস্ মরণের পায়
তাহা হ'লে এই শেষ, বিদায়, বিদায়!

বাসন্তী-পূর্ণিমায়।

১

সুসজ্জিত দীপাবলী চন্দ্রাতপ-তলে
বিবাহ-আসরে যথা, প্রকৃতি-সুন্দরী
অসংখ্য তারকা-দীপ, নীলাকাশ কোলে
দোলায়েছে সারি সারি, উজলি শর্ব্বরী।

২

পূর্ণিমার শশধর সাজি বরবেশে,—
বসেছে আসিয়া নীল আকাশের তলে;
নিভেছে তারকা-ভাতি সে রূপের পাশে;—
হাসিছে কুমুদ সতী সরসী-সলিলে।

৩

সে শশাঙ্ক-রূপ-আভা অম্বর ছাইয়া,
উজলি পর্ব্বতমালা, নিবিড় কানন,
শ্যামা ধরণীর বক্ষে পড়েছে লুটিয়া,
হাসায়ে পাদপ-রাজি, নিখিল ভুবন!

৪

নির্ম্মল সে হাসি-রঙ্গ তটিনী-তরঙ্গে,
ঢলিয়া পড়েছে, তাই আনন্দে উছলি—
বসন্ত-বাতাস-রূপা সহচরী সঙ্গে,
চলিয়াছে গাহি গান কুলুতান তুলি।

৫

সে গানের মৃদুতান শব্দবহ বহি,
চলেছে কোকিল যেথা আপন কুটীরে;
উল্লাসে উৎফুল্ল পাখী দিগান্তর মোহি'
গাহিয়া উঠিল ঐ কুহু কুহু স্বরে!—

৬

বারেক দেখরে পাখি ওই দিকে ফিরি'
—জাহ্নবী-সৈকত-প্রান্তে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে;—
বঙ্গের বিধবাবালা,-উন্মুক্ত কবরী—
দহি তোর কুহু স্বরে কি ভাবিছে মনে—

৭

ঊর্দ্ধনেত্রে চাহি বালা দেখিল আকাশে
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র ; দেখিল চাহিয়া,
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার নদী বক্ষে ভাসে,—
চারিদিকে চাহি বালা উঠিল কাঁপিয়া।

৮

আবার আবার সেই বিষমাখা স্বরে
থামরে বিহগ হায়, উঠিল বাজিয়া
বিধবা-হৃদয়-তন্ত্রী ; দর দর দরে
গড়াইল অশ্রু বিন্দু বক্ষ ভাসাইয়া।

৯

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি "কোথায় প্রাণেশ !"
শুধু একবার বলি, চাহিল শ্মশানে
বসন্ত বাতাস বহি "কোথায় প্রাণেশ ?"
কাঁপায়ে কামিনী কেশ কহিল শ্রবণে।

১০

নীরবে নয়ন মুছি উঠিল কামিনী,
পড়িল নিশ্বাস পুনঃ মর্ম্মস্থল ভেদি ;
নীরবে শুনিল তাহা, নীরব যামিনী ;
হায়রে, এ জ্বালা, বালা সহে নিরবধি !

১১

অবোধ কোকিলকুল ! জানিসনা তোরা,
মর্ম্মভেদি কি যাতনা তোদের কূজনে,
সহে নিরবধি যারা বিরহ-বিধুরা,
বঙ্গের বিধবা বালা, বসন্ত-বীজনে।

ভাগ্য।

১

দ্বিরূপা জননী তুমি,
আমার হৃদয়-ভূমি,
ছাইয়াছ একরূপে,
দুর্ভাগ্য তাহার নাম।

২

তাই নিয়ে এক পাশে,
আছি সয়ে শুভ আশে,
জানিনাক কত দূরে,
সে সৌভাগ্য সুখধাম।

৩

জননী-জীবন-তরী,
ফেলি মোরে, ধীরি ধীরি,

বহুদিন গেছে ফিরি,
স্বরগ-বন্দর বাসে।

৪

আমি শুধু বসি হেথা
ভাবি সে সুদিন-কথা
মা আমার গেল কোথা,
খুঁজি তাই আশে পাশে।

৫

তারপর আর যারা
সব ফেলে গেছে তারা
আছে শুধু বুকভরা,
সেই স্মৃতি-ছবি গুলি।

৬

পিতারে আশ্রয় করি
চলেছিনু ধীরি ধীরি
তরঙ্গ উপেক্ষা করি,
তাতেও নিদয়া হলি!

৭

যতকষ্ট একাধারে
দিতেছিস্ বারে বারে

সহিতেছি অকাতরে,
না হতে জীবন ভোর

৮

কি আর করিব বল,
দিয়াছিস্ অশ্রুজল,
গড়াইয়া অবিরল,
ধুইবে চরণ তোর ।

স্বর্গারোহণ।

পিতার পবিত্র আত্মা পুণ্যবলে ছিঁড়ি
স্নেহ ভক্তি ভালবাসা পার্থিব বন্ধন
অনন্তে, অনন্তে শূন্যে স্বরগ আবাসে
গেল মিশি পুণ্যময় রথে আরোহিয়া।
বিশ্ব তুচ্ছ করি, শুধু একটী পরাণ
স্থির অচঞ্চল নেত্রে দেখিল চাহিয়া
পবিত্রতা পূর্ণ সেই স্নেহ মাখা মুখ।
তারপর—তারপর, বিদরে হৃদয়,
ধরিয়া তুলিল তাঁর পঞ্চভূত কায়
সজ্জন স্বজাতি সেই বংশের বাহনে ;
হায়! সে করুণ দৃশ্যে পাষাণ বিদারি
শতকণ্ঠ সচীৎকারে উঠিল কাঁদিয়া ;

কাঁদিলনা শুধু,—শুধু তার নেত্রদ্বয়
আশৈশব কাঁদি অশ্রু ফুরায়েছে যার।
অনীত হইল দেহ, শ্মশান-সৈকতে
পৃথিবীর পুণ্যভূমি ভাগীরথী কোলে—
সজ্জিত হইল চিতা; গঙ্গা মৃত্তিকায়
"হরিনাম সত্য" নামে, তুচ্ছ তার কাছে
পার্থিব ভূষণ রাজি রত্ন কোহিনুর—
করিল ভূষিত শূন্য নিষ্পাপ উরস
নীরবে একটী প্রাণ; পালিল কর্ত্তব্য।
এইবার—এইবার উঠিল কাঁদিয়া
সে হৃদয় রুদ্ধকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিয়া
দিল পিণ্ড পিতৃমুখে; অসহ্য অসহ্য
দিল অগ্নি সে আননে, দিল জ্বালাইয়া
সে শরীর স্নেহকোল ছিল যাহা তার!
নীরবে দেখিল সেই শেষ অভিনয়
অনন্ত আকাশ; হায় দেখিল নীরবে
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিচয়, ক্ষুদ্র মুখগুলি তুলি!
উঠিল জ্বলিয়া চিতা! উঠিল জ্বলিয়া
একটী অন্তরে অগ্নি দগ্ধ করি তায়—
উড়িল সে চিতাধূম বিশ্ব আচ্ছাদিয়া,

অন্ধ করি দুটী চক্ষু— সব অন্ধকার !

নিভে গেল চিতানল উত্তাপ নিবারি
ভাগীরথী শান্তিবারি পড়িল তাহায়,
কিন্তু দেব ! নিভিবে কি সে তীব্র অনল
সন্তান অন্তরে তব জ্বলিল যা' আজ ?
তুমি ত জুড়ায়ে পিতা শোকতাপ হতে,
বিমল শান্তির দেশে মিশিলে নিমেষে ?
তবু একবার দেখ স্বর্গদেশ হ'তে
বারেক সংসারে ফিরি—অদূরে গর্জ্জিছে
কঠোর কর্ত্তব্য-উর্ম্মি ভীম পারাবারে—
আজ প্রভো ! দূরে রাখি মিছা হাসি খেলা,
স্মরি শুধু নিশিদিন ভগ্ন হৃদি-মূলে
"বিশ্বপতি পাদপদ্ম সুদীর্ঘ তরণী"
অযোগ্য তনয় তব ঝাঁপ দিবে তায় ;
শুনেছি স্বার্থের ঢেউ বহে সদা সেথা—
জানিনা ডুবিব কিনা অতল সাগরে !

১২ই মার্চ্চ ১৯০৫

"তুমি ও আমি"

তুমি ঊর্দ্ধে, ত্রিদিবের পবিত্র আসনে,
আমি নিম্নে, সংসারের ভীষণ কাননে।
তুমি সর্ব্বশক্তিমান, ত্রিলোকের রাজা,
তোমার বিশালরাজ্যে আমি ক্ষুদ্র প্রজা।
তুমি সর্ব্বব্যাপি, দেব, অনন্ত অপার,
তোমার চরণতলে আমি কোন ছার!
তুমি প্রেম, তুমি সুধা, তুমি শান্তিময়,
আমি পাপ, শোক, তাপ, মায়ামোহ ভয়।
তুমি স্রষ্টা, সৃষ্ট আমি তোমারি আদেশে
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, এসেছি বিদেশে
তুমি প্রভু, তুমি স্বামী তুমি ধ্যান জ্ঞান
তোমারি ত অনুকণা গঠিত এ প্রাণ;
তবু ভাবি, তুমি আমি নাহি যেন ভিন্
তোমারি চরণে হবে এ পরাণ লীন!

—০—

"মা"

স্বরগের দেবালয়ে বিভু-স্তুতি গীত হ'তে,
একটী অক্ষর বুঝি খসেছেরে এ ধরাতে ;
কত সুধা, কত প্রীতি, কত কাব্য, কত নীতি,
কত আশা, ভালবাসা নিহিত এ 'মা' কথাতে,
ত্রিদিবের পবিত্রতা একটী অক্ষরে ভাতে।

তীব্র সংসারের তাপে দিশেহারা হয়ে যবে,
উদ্দাম উদ্ভ্রান্ত হৃদে ঘুরে মরি পোড়া ভবে ;
যখন জুড়াতে ঠাঁই কোন খানে নাহি পাই,
বারেক 'মা' বলে যদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে,
অমনি হৃদয় ভাব নিমেষে লাঘব হবে।

সমাজ ঘৃণার হাসি হেসে যবে চলে যায়,
দরিদ্র, দুর্ব্বল বলে সকলেই ঠেলে পায়,

শেলসম অপমান, করে হৃদি শতখান—
অন্তস্তল ভেদি যদি 'মা' কথাটী বাহিরায়,
তখনি শান্তির ধারা হৃদয় ভরিয়া যায়!

সমাজে, বাহুতে, হৃদে, মাতৃশক্তি তুলনায়,
সমগ্র নিখিল যেন নমিত মস্তক, হায়,
মাতা স্বর্গ মুক্তি ধর্ম্ম, মাতা বীর্য্য, ভক্তি মর্ম্ম—
জননী জন্মভুমি তাই তোর রাঙা পায়,
জনমে জনমে দাস জীবনে সমাধি চায়!

আমার প্রিয়া।

১

কে হবে আমার প্রিয়া ?
সোহাগ-জড়িত প্রতি কথাটীতে,
বিজলী-ঝলক আঁখিতে আঁখিতে,
প্রভাত-অরুণ-কিরণ রাশিতে
রঞ্জিত যার হিয়া ;
সে নহে আমার প্রিয়া !

২

কে হবে আমার প্রিয়া ?
ধনীর কুমারী স্বরূপা নবীনা,
আপনার নিয়ে আপনি মগনা,
মুখরা প্রকৃতি, প্রবল বাসনা,
সুখের কামনা নিয়া—
হবেনা আমার প্রিয়া !

৩

কে হবে আমার প্রিয়া ?
পতি শুধু সার যার হৃদিপাতে,
স্বামীরে তুষিতে, হাসিতে হাসিতে,
জগতের স্বার্থ পারে যে কাড়িতে,
আপন জীবন দিয়া
সেও নহে মোর প্রিয়া !

৪

কে হবে আমার প্রিয়া ?
হৃদয়ের প্রেম চাহেনা জানাতে,
স্থিরা আঁখিতারা জলধারা পাতে,
নিবিড় আঁধার হৃদয়-পরতে
রাখিয়াছে আবরিয়া—
সেই শুধু মোর প্রিয়া।

৫

কে হবে আমার প্রিয়া ?
গরীবের মেয়ে, কুরূপা মলিনা,
আপনা ভুলিয়া করে যে কামনা,
মুছাতে পরের প্রাণের বেদনা,
হৃদয়-শোণিত দিয়া—
সেই শুধু মোর প্রিয়া।

৬

কে হবে আমার প্রিয়া ?
বহে প্রেম যার কর্ত্তব্যের পথে,
জগতের হিতে, পারে বলি দিতে,
আপনার পতি আপনার হাতে,
স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া।
সেই ত আমার প্রিয়া !

প্রিয়া সম্ভাষণে।

এস এস প্রেমময়ি হৃদয়ে আমার,
যদিও চিতার ছা'য়ে
পরাণ গিয়াছে ছেয়ে—
শ্মশানে সোনার ফুল ফুটিবে আবার!
এস এস প্রিয়তমে হৃদয়ে আমার!
একেরে পরাণ দিলে,
বিনিময়ে প্রাণ মিলে,
চিরদিন শুনে শুনে নিকটে সবার,
কতজনে করি দান,
আমার এ হৃদিখান,
প্রতিদানে তার প্রাণ পাই নাই আর!
এস এস প্রাণময়ি হৃদয়ে আমার!

শুষ্কতৃষা নিরন্তর,
দহিত যে এ অন্তর,
গুমরিত ভালবাসা মরম-মাঝার—
তবু কভু 'ভালবাসি'
বলি নাই পরকাশি,
পাছে যদি ছিঁড়ে যায় ভালবাসা হার ;—
এস অয়ি ফুলময়ি হৃদয়ে আমার !
দেবতারে সাক্ষী করি,
প্রীতিপুষ্পে সাজি ভরি,
মালাটী পরায়ে দিই গলায় তোমার ,
নিজমনে নিরজনে,
ফুটেছিলে কোন্ বনে,
আজ মম আঁখিকোণে ফুট একবার,—
এস এস প্রিয়তমে, হৃদয়ে আমার !
এমনি বালিকারূপে
চিরকাল চুপে চুপে,
আলোকিয়া থাক মম জীবন আঁধার ,
যুবতী চাহিনা আমি,
থাকি বালিকার স্বামী,
মিশে যেতে পারি যেন পায়ে দেবতার,
এস এস প্রাণাধিকে হৃদয়ে আমার !

যুবতীর ভালবাসা,
সে শুধু চোখের নেশা,
উদ্দাম পদ্মার মত উচ্ছ্বাস তাহার ;
বালিকার কচিবুকে,
বালিকার কচিমুখে,
'ফল্গু' নদী সম বহে ধীরে প্রেমধার :—
এস এস প্রিয়তমে, হৃদে আমার !
এস, অয়ি প্রাণময়ি ! হৃদয়ে আমার,
জগতে সবাই তোরে,
দেখে যদি ঘৃণাভরে,
তবু স্নেহ-প্রীতি-প্রেম দিব অনিবার,
তোরে ভালবাসি ব'লে,
যদি কেহ কিছু বলে,
হাসিমুখে সে উপেখা লব উপহার !—
প্রতিদানে, শুধু চাই
যেন সখি, সর্ব্বদাই,
'বিভুপদে' থাকে তব ভকতি অপার ;
এস এস প্রিয়তমে, হৃদয়ে আমার !

—*—

শোকোচ্ছ্বাস ।

চঞ্চলা চপলা সম, গভীর নিশায়
কোথায় লুকালি, বোন, ঘোর অন্ধকারে ?
কেমনে যাইবি একা অবোধ বালিকা
অনন্তের পথ—সে যে অতি মনোহর !
সে মোহিনী পাশে কভু গেলে একবার
সে কি রে ফিরিতে পারে। সব ভুলে যায়
পৃথিবীর ভালবাসা, স্নেহের বন্ধন।
তবে কি তুইও বোন যাইবি ভুলিয়া
অভাগা দাদারে তোর জনমের মত ?
চলে গেলি বোন, হায়, চলে গেলি বোন !
সুদূর স্বরগ দেশে চলে গেলি বোন !
অন্তিম-তিমির-বাসে আবরিয়া কায়
অনন্ত আঁধার ভেদি চলে গেলি বোন্ !

অসহ্য যন্ত্রণারাশি না পারি সহিতে
অশ্রুজলে ভাসাইয়া পতি, প্রতিবাসী,—
ছিঁড়ি ভালবাসা, স্নেহ, প্রণয়, বন্ধন,
চিরশান্তিরাজ্য পাশে চলে গেলি বোন!
'অসার সংসার', ভগ্নি, বালিকা বয়সে
পারিয়া বুঝিতে, তাই, চিরপ্রেমময়
মধুমাখা, প্রীতিপূর্ণ, আবাস উদ্দেশে,
চরমে পতির কোলে রাখিয়া মস্তক,
সরোজ-কুসুম, হায়! চলে গেলি বোন!
বহুদিন মাতা মম, ছাড়িয়া সংসার,
গিয়াছেন স্বর্গধামে, ভুলায়ে আমায়
অবোধ বলিয়া, শুধু, স্মৃতি-রত্ন দানে;
যা বোন তাঁহার কাছে, করিস্ যতন
পূজিস্ চরণ তাঁর, বলিস্ তাঁহারে,—
জগতের লীলাখেলা করি সমাপন
যাইতেছে পুত্র তাঁর চরণ সেবিতে।
বলিস্ রে, মাঝে মাঝে আসিয়া স্বপনে
দেখিতে তনয়ে তাঁর—নিরাশা আঁধারে
ভ্রমিয়া সংসার-বনে ভুগিতেছি কত;—
প্রতি পদে পদে, হায়! স্খলিত চরণ,

আহত মস্তক-বৃক্ষে ; শতছিন্ন অঙ্গ
সহস্র কণ্টকাঘাতে ; বলিস্ তাঁহারে
দৈবালোক, স্নেহবারি করিতে বর্ষণ।
ভ্রাতা-ভগ্নী ভালবাসা শান্তিময় ভবে
তার সম পবিত্রতা কিছু নাহি আর।
পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম সুখময় বটে
কিন্তু স্বার্থ, লজ্জা আছে মিশ্রিত তাহায়।
পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি আর যাহা কিছু
কারণ, কর্ত্তব্য, লজ্জা আছে বিমিশ্রিত
কিন্তু,—এ যে ভালবাসা প্রকৃতির দান
ইহার সমান সুখ বিরল জগতে।
এ দগ্ধ হৃদয় ভরা ভস্মরাশি মাঝে
শুধু একবিন্দু, বোন, ক্ষীণ অগ্নিকণা
তাও নির্ব্বাপিত করি, ভুলিলি দাদারে !
অভাগা জনক তোর বড় দুঃখী যে রে
জীবন-আকাশে তার সুখতারা তুই
অকালে খসিলি, বোন, ছাড়িলি পিতারে !
জননী-জীবন-পোতে দিক্‌দরশন
ছিলি বোন তুই ; হায়, কেন ভেসে গেলি ?
ক্ষণে ক্ষণে দিক্‌ভ্রম হতেছে তাহার

অতল সাগরে বুঝি ডুবে তরীখানি ।
সরোজ-মৃণাল-বৃন্ত প্রিয় ভগ্নি মোর,
কেন ভেঙ্গে গেলি, হায় ! দেখরে চাহিয়া
সলিলে পতিত পদ্ম ; যেতেছে ভাসিয়া
একে একে দলগুলি—প্রেম, শান্তি, আশা—
পবন-তাড়িত জল-হিল্লোল প্রবাহে !
যতক্ষণ জীবরশ্মি উজ্জ্বল প্রভায়
জ্বলেছিল অন্ধকারে, পারিনি বুঝিতে
কি গুণ তাহার ; আজ নিবেছে আলোক
বুঝেছি অভাব তার আঁধার প্রাঙ্গণে ।
শত যাতনায় জ্বলি অধীর পরাণে
কোমল-কাতর-কণ্ঠে বলেছিলি যবে
(কল্পনা-নয়নে যেন শান্তিধাম হেরি)
"হে শ্রীহরি ! শীঘ্র করি মৃত্যু দাও মোরে"
প্রবল ঝটিকাঘাতে হৃদয়-সাগরে
বহিল তুফান, আর কাঁপিতে কাঁপিতে
উদ্বেলিত ভালবাসা উঠিল জাগিয়া ।
প্রিয় ভগ্নি, মনোরমে ! ফেলি অশ্রুজল
অমঙ্গল কেন করি শান্তিপথে তোর
দূরে—দূরে—বহুদূরে, যাও ভেসে ভেসে !

অনন্ত তরঙ্গ বক্ষে ঢালিয়া পরাণ
একাকিনী, ফুল্লচিত্তে, কি ভয় ভগিনি
জগৎ-জননী তোর দেখাইবে পথ
লবে কোলে, কিন্তু আর এস'না সংসারে
কাঁদাতে কাঁদিতে আর যাতনা সহিতে !

যাও।

যাও, দূরে সরে যাও, আশার স্বপন—
মায়ার মোহিনী মেয়ে,—
আমার হৃদয় ছেয়ে
থাকিবার আর তব নাহি প্রয়োজন ;
অনুদিন পলে পলে,
ডুবি যেন রসাতলে,
আশার কুহক-জালে স্তব্ধ, অচেতন,
তাই বলি, যাও দূরে আশার স্বপন !

২

যাও যাও দূরে যাও জগতের সুখ,
তোর অসারতা মাঝে,
কাজহীন মিছাকাজে,
ডুবিতে চাহে না আর এই পোড়াবুক ,

—বিজলীর অট্টহাস—
নিমেষে মিলায়ে যাস্,—
আমি ত ভাবিনা তুই হইলে বিমুখ
তাই সাধি, দূরে যাও জগতের সুখ !

৩

যাও যাও দূরে যাও, ভালবাসি যারে—
থাকিলে আমার কাছে,
দোষগুলি দেখি পাছে,
যদি গো অতৃপ্তি জাগে, মরমের দ্বারে ;
পাছে না কহিলে কথা,
হৃদিমাঝে জাগে ব্যথা,
পাছে বা ভাঙ্গিয়া পড়ি বেদনার ভারে ;
তাই সাধ, দূরে রাখি,—ভালবাসি যারে !

৪

তাই সাধ, দূরে রাখি, ভালবাসি যারে,
কল্পনা-তুলিকা দিয়ে
ছবিগুলি এঁকে লয়ে
জনমে জনমে রাখি, মানস মাঝারে ;
স্বরগ-সুষমা দিয়া
চুপি চুপি নিরমিয়া,

স্নেহ-ভক্তি-প্রীতি-ফুলে সাজাই তাহারে ;—
তাই সাধি, দূরে থাক, ভালবাসি যারে !

৫

যাও যাও, ছিঁড়ে যাও, মোহের বাঁধন—
সসীমের মাঝে মোরে,
বেঁধেছ যে মায়াডোরে,
খুলে দাও, মহাশূন্যে করি পলায়ন ;
বিষাক্ত সংসার ছার
ভাল লাগেনাক' আর
তাই চাই বিশ্ববুকে মিশাতে জীবন ;
যাও যাও ছিঁড়ে যাও মোহের বাঁধন !

মৃত্যু-রহস্য।

১

কে তুমি মরণ আমি মাঝে মাঝে ভাবি তাই—
কতরূপ মনে আসে, কিছুরি না ঠিক পাই!
যে দেশে তোমার বাস, সেখানে কি বারমাস,
শান্তি সুখ পবিত্রতা বিরাজিত থাকে ভাই,
অথবা সে মহাশূন্য — সেখানে কিছুই নাই?

২

যারে তুমি লয়ে যাও বারেক তোমার দেশে
সেথাকার কথা কভু, বলেনাত ফিরে এসে!
বুঝিবা কি স্নেহ গুণে, বেঁধে রাখ প্রাণীগণে,
আত্মহারা হ'য়ে তারা, তোমার মোহন বেশে,
তোমারি প্রণয়-নীরে, গলে যায় অবশেষে!

৩

তাই বটে, তব প্রেম উদার মহিমাময়,
তোমার প্রণয় সম বিশ্বে কিছু নাহি রয় ;
শান্তির কোমল কোলে, সর্ব্বজীবে লয়ে তুলে.
মুছায়ে প্রাণের জ্বালা, দূরে দাও শতভয় ;
তোমার স্নেহের কোলে কেহ কারো পর নয় ।

৪

পুলকে শিহরে প্রাণ, তবে কি গো একদিন
তোমারি অপার প্রেমে, জগত হইবে লীন ?
ভেদাভেদ নিরন্তর, বাছাবাছি আত্মপর
ভুলে গিয়ে, "মৃত্যুতীর্থে" হয়ে সবে সমাসীন
প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া, শুধিব প্রণয়-ঋণ ?

৫

তবে কেন তব কোলে সকলে না যেতে চায়,
আত্মজন বিয়োগেতে কেন করে "হায় হায়"
"জন্মান্তর" কথা তবে, কেন গো শুনি এ ভবে
তবে কি লইয়া গেলে, রাখিতে পারনা তায় ?
আবার কি এ জগতে ফিরে সে আসিতে পায় ?

৬

পরমেশ-আত্মা হ'তে ঝরিয়া জগত গায়
পড়েছে যে অংশগুলি, বিষম বিষাক্ত বায়,
স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা মাঝে
কলুষিত হয় পাছে
তাই কি মরন, তুমি ডাক জীবে "আয় আয়"
মুছে দিয়ে মলিনতা, পুনঃ পাঠাইতে তায় ?

৭

কি জানি কেমন তুমি, ভাবিয়া না ঠিক পাই,
উদ্বেগ আকুল প্রাণে, তাইতে তোমারে চাই,
কি মহা উদ্দেশ্য আছে, তোমার রহস্য মাঝে
জানিতে পরাণে সদা বড় সাধ জাগে ভাই ;
আমারে লইয়া চল, আর হেথা কাজ নাই।

৮

পার্থিব কিছুতে মোর, কোন টান নাহি আর,
তোমারি আসার আশে, বহি এ জীবন ভার ;
জগতের ভালবাসা, মরুভুমে মৃগতৃষা,
তোমার প্রণয়ে বহে পবিত্রতা অমরার,
তুমি স্বর্গ, তুমি শান্তি, তুমি সখা গো আমার !

বাল্যবন্ধুগণের প্রতি।

১

আমারে থাকিতে দেরে, দূরে একপাশে সরে,
আমারে বাঁধিতে দেরে আঁখিনীরে ঘর ;
তোদের হৃদয় মাঝে, দুঃখ আঁচ লাগে পাছে,
আমার নিকট হ'তে, তাই সাধি 'সর'।

২

আনন্দ উৎসব হাসি, কত সাধ আশা রাশি,
উছলিছে দিবানিশি, তোদের মরমে ;—
হাসি আমোদের মাঝে, আমার কি থাকা সাজে,
তাই সাধি, ছেড়ে দেরে, রহিব বিজনে।

৩

আমার যে ভোরবেলা, ভেঙ্গে গেছে হাসি খেলা,
তাই ভাল লাগে, একা ভাবিতে বসিয়া ;
উৎসাহ আশার গান, হয়ে গেছে অবসান
ঊর্দ্ধে তাই, শান্তি আশে আছিরে চাহিয়া !

৪

এ ভাঙ্গা হৃদয়-তারে আর ত বাজিবে না রে,
সাহানা-রাগিণী-গীতি সুমধুর তান ;
ভাঙ্গা বীণা লয়ে হেন, তবে টানাটানি কেন,
আমারে গাহিতে দে রে অবসান-গান।

৫

তোদের ও সুবিমল, হিয়াগুলি ঢল ঢল,
ঢালুক সংসার বুকে অশেষ কল্যাণ ;
শান্তি-পবিত্রতা বুকে, চিরদিন হাসি মুখে—
থাক্ ভাই—দেখে মোর জুড়াক পরাণ।

৬

তোদের হাসিতে মোর, ঢাকা রবে আঁখি লোর,
দূরে রব, সেই ভাল, নিকটে যাবনা ;—
আমোদ কি সাজে আর, অন্তরাত্মা ছারখার,
কঠোর কর্ত্তব্য শিরে, হৃদয়ে বেদনা।

৭

যা' হয় তা' হ'ক মোর, তোরা থাক্ সুখে ভোর,
ভুলিয়াও ভাবিওনা কথা অভাগার ;
আমি একা একা ভেসে, যাই দূর—দূর দেশে,
দেখিগে মরণ-পারে, অদৃষ্ট আমার !

অশ্রু।

১

আয় অশ্রুজল !
নিভৃত, হৃদয়-পুরে, যে ব্যথা সতত ঘুরে,
যে পাষাণ বুকে চাপি, পরাণ উঠিছে কাঁপি,—
মুছে যাক্‌, গলে যাক্‌, পাই প্রাণে বল ;
আয় অশ্রুজল !

২

আয়, অশ্রু, আয় !
থেমে গেছে বীণা বাঁশী, মিলায়ে গিয়েছে হাসি,
তাইত সকল ফেলে, বসেছি এ নদীকূলে,
তাপ দগ্ধ, লক্ষ্যহীন, উদাস হিয়ায় —
আয় অশ্রু আয়!

৩

আয় অশ্রুধার !

বুক ফাটা মনদুখে, যে স্মৃতি গুমরে বুকে,

জানাবার ভাষা নাই ডাকি তাই আয় ভাই,

তোরে পেলে স'রে যাবে বেদনার ভার

আয় অশ্রুধার !

৪

আয় অশ্রু আয় !

শীতল পরশে তোর, জুড়াক হৃদয় মোর,

শান্তিবারি সান্ত্বনার, তোর মত নাহি আর

সব ভুলে যাই তোর নীরব ভাষায়

আয় অশ্রু আয় !

৫

আয় অশ্রুজল !

এত ক'রে ডাকি তোরে, তবু ত চাস্‌নে ফিরে,

তবে কি নয়নধার, তুই(ও) আসিবি না আর !

ছুটাইবি হৃদি-ভেদি শোণিত প্রবল !

হায় অশ্রুজল !

—※—

হ'লনা প্রভাতী-গান।

১

শৈশব কাটিয়া গেল হ'লনা প্রভাতী গান,
সংসার-তরুর তলে, আধ ফোটা ফুলদলে,
কল্পনায় গাঁথা মালা, হয়ে গেল শতখান;
শৈশব কাটিয়া গেল, হ'লনা প্রভাতী-গান!

২

এ জনমে হৃদে কি'রে, সাধ আশা জাগেনিরে,
জননী-চরণ চুমি উৎসাহে ভাসেনি প্রাণ?
রাখি মোরে ঘুমঘোরে, সকলে পলা'ল কি'রে,—
কেহ ত গেলনা ব'লে, চ'লে গেল ম্রিয়মাণ;
শৈশব কাটিয়া গেল, হ'লনা প্রভাতী-গান।

৩

মানস-কুসুম-হার, মা আমার, মা আমার —
তোমার চরণ-তলে কবে হবে অর্ঘ্যদান ?
থেমে গেছে বীণাবাঁশী, নিভেছে উল্লাস হাসি
আজ এই দ্বিপ্রহরে জাগিয়া কাঁদিছে প্রাণ—
"শৈশব কাটিয়া গেল, হ'লনা প্রভাতী-গান।"

৪

শৈশবের শেষ প্রান্তে, এসেছি মা শূন্য হাতে
ছিন্ন-ভক্তি-ফুল-মালা, কি তোমারে করি দান ?
কিছু নাহি সাজাবার,— মা আমার, মা আমার,
তাই কি নয়নে তোর ভাসে এত অভিমান
শৈশব কাটিয়া গেল, হ'লনা প্রভাতী-গান ! *

* সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত সুকবি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর "প্রেম-তৃষ্ণার" সুরে লিখিত।

তোমারি বিহনে।

১

তোমারি বিহনে সখা, শূন্যপানে চেয়ে থাকা,
তোমারি বিহনে এই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ;
তোমারে পাইনা ব'লে, মর্ম্মগ্রন্থি গেছে খুলে,
বিষাদ-বিপ্লবে শুধু কাটে বার মাস ;
আঁখি তুলে যদি চাই, দেখা তব নাহি পাই,
মানস-নয়নে তাই অস্ফুট রেখায়—
তোমার মূরতি খানি, মরমের তটে টানি,
কল্পনারে সাথে ল'য়ে বসেছি হেথায়।

২

তোমারি বিহনে সখা, শ্মশানে শ্মশানে একা,
ভ্রমিবারে ভালবাসি, যদি গো তথায়—
সে নীরব প্রেতভূমে— স্বর্গ হ'তে আসি নেমে,
বারেক দেবতা মোর দেখা দিয়া যায় ;

নীরব তটিনী-কূলে, জ্যোছনা-বিম্বিত-জলে
উচ্চ তরুরাজি ছায়া যখন পড়ায়,—
আমার মানস-পটে, তোমারি মহিমা স্ফুটে,
সারা বিশ্বে তব রূপ মিশিয়া দাঁড়ায়!

৩

তোমারি বিহনে সখা, সব(ই) যেন ফাঁকা ফাঁকা,
তুমি ছাড়া আমি যে গো "শূন্য হাহাকার,"
তুমি না থাকিলে কাছে, শত বাধা ফিরে পাছে,
পাইনা বিরাট বিশ্বে ঠাঁই দাঁড়াবার ;
তুমি যদি থাক বুকে, কি করিবে শোক দুখে,
হাসি মুখে ভেদি যাব মায়া-পারাবার ;—
সংসার ডাকিবে 'আয়', ফিরেও চাবনা তায়,
একান্তে মিশিব গিয়া চরণে তোমার !

৪

তোমারি বিহনে সখা, শিখিব তোমারে দেখা,
তোমার প্রণয়-শিখা জ্বালিব পরাণে ;
পশু পক্ষী প্রাণি-দলে, তরু লতা ফল ফুলে
তোমারি সৃজিত ভাবি, তুষি স্নেহদানে—

'তুমি-ময়' এ সংসার,— তুমি ছাড়া নাহি আর,—
এ জ্ঞান জাগিবে যবে উজলি' জীবনে—
সেই দিন—সেই দিন, তোমাতে হইব লীন,
টলা'ব তোমার হৃদি, তোমারি বিহনে !

সাবধান।

১

অতল সমুদ্র-গর্ভ করিয়া মন্থন,
উঠেছিল সুধাভাণ্ড পরিণামে যার—
সমস্ত থাকিত যদি দেবতারি ধন,
অসুরে না পে'ত যদি কণা মাত্র তার ;—

২

তা' হ'লে হ'তনা বুঝি দুর্ব্বল-পীড়ন,
পশিত না ইন্দ্রালয়ে উচ্চ হাহাকার ;—
টলিত না স্বরগের শুভ্র সিংহাসন,
হ'তনা শক্তির খড়্গে অসুর-সংহার !

৩

বিশাল সংসার-হ্রদ করিয়া মন্থন,
যে বিমল প্রেমধারা হতেছে উত্থিত—
সাবধানে ধর্ম্মে দীক্ষা করহ গ্রহণ,
দেখিও, না হয় যেন কভু কলুষিত !

৪

দেহ লয়ে টানাটানি, সে নয় প্রণয়,—
 প্রেমের প্রতীক্ষা শুধু আত্মায় আত্মায় ,
আসক্তি-আকাঙ্ক্ষা-মাখা,—দেহ-বিনিময়,—
 পরমেশ-পাদপদ্মে, প্রেমের বিলয় !

৫

বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের সেই যে কথায়—
 "প্রেম কি—বুঝায়ে সখা দাও না আমায় ;"
বহুক্ষণ চিন্তা করি, অনাদি ঈশ্বর,
 দিলেন অর্জ্জুনে এই সামান্য উত্তর :—

৬

"কেমনে বুঝাব সখা, কারে প্রেম কয়,—
 সত্ত্ব-রজ-তম তিনে গঠন আমার,
প্রেমও এ তিনে গড়া—ইহা ছাড়া আর
 কি যে আছে খুঁজিবারে, চাই প্রেমে লয় ।"

৭

যে প্রেমের সিংহাসন এত উচ্চে রয়,
 বিশ্বপতি যার তলে সাধেন সাধনা,
তোমরা সংসার-কীট, ঘৃণ্য পশুচয়,
 সে প্রেমের দ্বারে কর আত্ম-প্রতারণা !

৮

সাবধান! প্রেম যে রে জলন্ত অনল,
দূরে রও, দূরে রও, ইন্দ্রিয়ের দাস!
কামনা বাসনা ছাড়ি, আন প্রাণে বল
নতুবা ডাকিবে মিছা আত্ম-সর্ব্বনাশ!

৯

সংসার-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, প্রেম-পরীক্ষায়,
উত্তরিয়া, মিশে জীব পরম আত্মায়;
নিভাও বাসনা-বহ্নি, তীব্র উপেক্ষায়,
নতুবা সহস্র বজ্র খসিবে মাথায়!

প্রতিষ্ঠা-বিসর্জ্জন।

১

বিসর্জ্জন করিয়াছি স্মৃতির দুয়ারে,
অতীতের হাসি খেলা যত ;
অর্গল আবদ্ধ করি হৃদয়-কবাটে,
রেখেছি যাতনা শত শত।

২

বিসর্জ্জন করিয়াছি ভাগীরথী-জলে
নিজ করে গাঁথা ফুলহার ;
প্রতিষ্ঠা করেছি শুধু মানস-মন্দিরে
জীবন্ত মূরতি, অবজ্ঞার।

৩

বিসর্জ্জন করিয়াছি আশার আলোক
ভবিষ্যের নিবিড় তামসে ;

পুঞ্জীকৃত কুজ্ঝটিকা প্রতিষ্ঠা করেছি,
অন্তরের নিভৃত প্রদেশে।

৪

বিসর্জ্জন করিয়াছি জ্বলন্ত চিতায়,
পিতা, মাতা, আত্মীয় আমার ;
শ্মশানের ভস্ম দিয়া সে মূরতি গুলি,
প্রতিষ্ঠা ত' করেছি আবার !

৫

বিসর্জ্জন করিয়াছি, যা' কিছু আমার,
স্বার্থ-যবনিকা অন্তরালে ;
"তোমার" প্রতিষ্ঠা করি, "আমার" মুছেছি,
শান্তি যদি পাই কোন কালে !

৬

বিসর্জ্জন করি, তবু প্রতিষ্ঠা যে আসে,
এতে বড় হই জ্বালাতন—
আমারে শিখায়ে দাও, কি করিলে দেব,
প্রতিষ্ঠার হবে বিসর্জ্জন !

—*—

আবাহন।

১

দীনহীন দুঃখী তাপী যে আছিস্ যেথা,
—কেহ যদি নাহি শুনে শোকের বারতা,—
যে অনলে হৃদিতল,
পুড়িতেছে অবিরল,
কেহ যদি না মুছায়, সে দারুণ ব্যথা,
আমারে আপন ভাবি, আয় ভাই হেথা!

২

শুনিব তোদের ব্যথা বিরলে বসিয়া,
তোদের রোদনে কাঁদি, হাসিতে হাসিয়া;—
আমার যা' কিছু আছে,
যদি রে তোদের কাছে,
কোন উপকারে আসে, দিব তা' ঢালিয়া,
সঁপিব হৃদয়-রক্ত, তোদের লাগিয়া।

৩

জগতে দুঃখের ভাগ কেহ নাহি নিতে চায়,
সুখটুকু কেড়ে ল'য়ে, সকলেই ঠেলে পায় ;
ভুক্তভোগী আমি যে রে,
তাইত তোদের তরে,
সাধ হয়, সারা প্রাণ ঢেলে দিই "সাহারায়" ;
—তোদের হৃদয়-জ্বালা-ভাগ দিবি মোরে আয়।

৪

অবসাদ বাদ দিয়ে, সুখটুকু চাও যারা,
যদ্যপি পরাণ চায়, এস গো এস গো তারা ;—
কাঁদিয়া যে সুখ পাই,
তোমাদের দিব তাই,
বুঝিবে তখন, কত সুখে ভরা আঁখিধারা ;
চাহিবে পরের তরে হইতে আপনহারা !

৫

এস তবে, জগতের যত শোকতাপরাশি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় খানি, একেবারে ফেল গ্রাসি ;
যাতনায় নাহি ভয়,
সুখ নহে শান্তিময়,
দুঃখেতে যে শান্তি আছে, তাই বড় ভালবাসি ;
এস তবে শোক তাপ, দূরে যাও সাধ হাসি !

সন্তপ্ত যুবক।

১

প্রশান্ত নিশায়, বিমল কৌমুদী,
ঢালিছে সুধার ধারা ;
বিশাল গগনে, শশাঙ্ক-আভায়,
মিটি মিটি জ্বলে তারা।
গাছের পাতায়, বহে ধীরি ধীরি
মলয় মৃদুল বায়,
ভাগীরথী-জল, কুল কুল রবে
সাগরে মিশিতে যায় ;
ভাঙ্গা মেঘগুলি, ছুটিয়া ছুটিয়া
যাইছে অনন্তে মিশি,
রহিয়া, রহিয়া, পেচকের রবে
শিহরিছে দশদিশি !

আর কিছু নাই, সকলি নীরব,
সুষুপ্ত মানব কুল!
জাগরিত শুধু, সরোবর-নীরে
প্রফুল্ল কুমুদ ফুল।
আর জাগরিত, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে
নিদ্রাহীন একজন;—
কপোল বহিয়া, ঝরে অশ্রু ধারা,
বিষাদ কাতর মন।
অতৃপ্ত পরাণে, যতই যুবক
ভাবিছে অতীত কথা;
নয়নের জল, ততই ঝরিয়া,
ভাসাইছে শোক-ব্যথা।

২

ক্ষণেক রহিয়া কহিল যুবক
আপনি, আপন মনে,
অতি ধীরে ধীরে,—সে মুক্ত প্রাঙ্গণে
পাছে কেহ আসি শুনে—
"কেন এলে মাগো, হৃদয়-মন্দিরে
কি দিয়া পূজিব পদ,

নাহি আর ভক্তি, নাহি ত মা শক্তি,
নাহি মা কোন সম্পদ !
বহুদিন মাগো ! দেখি নাই তোমা,
ভাবি নাই, তব কথা—
কেন এলে পুন, অশান্ত পরাণে,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা ?
ভুলেছিনু তাই, এলে কি জননী
পূর্ব্বস্মৃতি দিতে মোরে,—
তাই কি জননী, হস্ত লিপি তব
দিলে মোরে হাতে, ফিরে
বহুদিন হায় ! দেখিনি সে লেখা
শুনি নাই তব নাম ;
বহুদিন মাগো ! কল্পনা-নয়নে
দেখিনি সে "সুখধাম" ।
পেয়েছি সে স্মৃতি, ছাড়িব না আর
হৃদয়ে আসন পাতি
প্রেম-ভক্তি দিয়া, নিত্য অশ্রু-জলে
পূজিব মা দিনরাতি,
এসেছিস্ যদি, দাঁড়া মা, দাঁড়া মা;
ক্ষণেক দেখিয়া লই,

তোরে হারাইয়া, 'মা' বলা ছেড়েছি
প্রাণভরে ডেকে লই!

৩

মনে পড়ে মাগো! একে একে একে,
সুখময় বাল্যস্মৃতি,
উঠেছে জননী, ভ্রান্তি যবনিকা,
—এ দৃশ্যে পাইব প্রীতি—
'এইত রয়েছে, মন, রঙ্গমঞ্চে
বাল্যের আত্মীয় গণে,
কত ভালবাসা, স্বরগের সুধা,
রয়েছে তাদের সনে;
কত হাসি খেলা, অতীত শৈশবে
—জীবনের প্রস্তাবনা—
পরদৃশ্যে হায়, একি দেখি পুনঃ
কোথা সে আপন জনা!
কোথা গেলি, মাগো! ছাড়িয়া আমায়
আর না দেখিব তোরে,
স্নেহ মাখা তোর স্বর্গীয় আদর
আর কি পাইব নারে!

চলে গেলি যদি, পাপ চক্ষু হ'তে
কল্পনা নয়নে ছিলি,
মন-সাগরের, ঘোর আবর্ত্তনে,
তাও ভ্রমে ডুবে গেলি !
তোর সনে হায়, গেছে একে একে,
সব প্রিয়জন চলি
হৃদয় পুড়িয়া, শ্মশান হয়েছে
নিভে গেছে দীপাবলী।
যে ভাল বেসেছে, তোমার তনয়ে,
ছাড়ি গেছে এ সংসার ;
হতভাগ্য আমি, যাতনা অনলে
পুড়ে হই ছারখার !
—অবোধ তনয়, ভুলেছিল তাই
পবিত্র, তোমার কথা,
তা' না হ'লে কভু, জীবন-সংগ্রামে,
পায় কি মা এত ব্যথা !
বহুকাল পরে, ভাসিয়াছে স্মৃতি,
যতনে রাখিব ধরি,
ভুলিতে কি আর, পারিগো জননি
যতদিন নাহি মরি—"

এত বলি যুবা, উঠিল তখন
প্রভাত আগত হেরি ;
নয়ন বহিয়া, সঞ্চিত সলিল
ঝরিল মৃত্তিকা'পরি'।
মানব-সাগরে, মিশিল সে প্রাণ
আকাশে উঠিল রবি,
সে দিনের মত, রামধনু প্রায়,
মিলাইল স্মৃতি-ছবি !

আমি কি ভালবাসিতে জানি ?

১

আমি কি ভালবাসিতে জানি ?
"হিয়ার ভিতর, লুটায়ে লুটায়ে, কাঁদিছে কাতরে,
পরাণখানি" ;—
বক্ষ পাঁজর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
চক্ষে প্রবাহ গিয়াছে থামিয়া,
শুষ্ক নীরস, মরুভূ-মাঝারে, ভাগ্য আমার,
এনেছে টানি ;
আমি কি ভালবাসিতে জানি !

২

আমি কি ভালবাসিতে জানি ?
গর্ব্বিত ধনী, চরণ আঘাতে, মরিছে কাঁদিয়া,
শতেক প্রাণী ;—

দরিদ্রের বুকে বহে দীর্ঘশ্বাস,
শোকী তাপী প্রাণে, সদা হা হুতাশ,
দিতে ত পারিনা, যা' চায় তাহারা, মাথায় করিয়া
বহিয়া আনি ;
আমি কি ভালবাসিতে জানি ?

৩

আমি কি ভালবাসিতে জানি ?
পাপ তাপ ভরা, বিভব-বিহীন, দীন হতভাগা,
ভিখারী আমি—
পরের রোদনে যদি কাঁদে মন,
পারিনা, অভাব করিতে পূরণ,
আমারে যাহারা, রয়েছে ঘেরিয়া, তাদের অভাব,
স্মরণে আনি !
আমি কি ভালবাসিতে জানি !

৪

আমি কি ভালবাসিতে জানি ?
জানিনা বুঝিনা, প্রেমের সাধনা, দাঁড়ায়েছি তাই,
যুক্তপানি ;—

শিখাও আমারে দেখাও সে পথ,
ছুটিবে যে পথে অশ্ব-মনোরথ,
ভাই বোন ভাবি, নিখিল সংসার, হৃদয় পাতায়,
আনিব টানি ;
দাঁড়াব তোমার, অযুত ভক্ত, শুনিতে তোমার
অভয় বাণী !
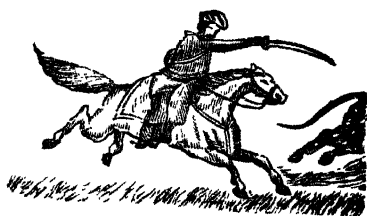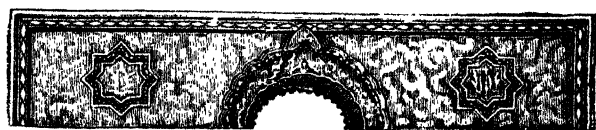
কেন কাঁদি ?

কেন শোক, কেন তাপ, কেন অভিমান,
কেন মনে হয়, প্রাণ হয়েছে শ্মশান ?
আপন দারিদ্র্য স্মরি, কাঁদি কিরে আমি,
তাই কি নয়নে জল, ঝরে দিনযামি !
ছি ছি ছি ! কিসের কষ্ট, কিসের যাতনা,—
ক্ষুধায় খাইতে পাই, দুঃখেতে সান্ত্বনা,—
এখনও ত এ জগতে আছে কতজন,
ভালবাসে মোরে যারা করি প্রাণপণ !
মোর চেয়ে কত দুঃখী রয়েছে ধরায়,
পায়না ক্ষুধায় অন্ন, পানীয় তৃষ্ণায় ;—
একটী স্নেহের ভাষা, সারা বিশ্বময়,
দ্বারে দ্বারে খুঁজে যদি—কেহ নাহি কয় ।—

তাদের বেদনা ভাবি ফেটে যায় বুক,
তারা কাঁদে, আর আমি খুঁজি নিজ সুখ!
আমার কিসের কষ্ট,—কোন কষ্ট নাই,
তবু কেন আঁখিজল ঝরে সর্ব্বদাই!
শুনিবে কি কেন কাঁদি, দেবতা আমার?
"প্রাণ গলে গেছে, তাই,— স্নেহেতে তোমার।"

সন্ন্যাস।

১

বিলাস বাসনা ত্যজি, সাজিনু সন্ন্যাসী,
নাহি কিন্তু জটাজুট, গায়ে ভস্মরাশি!
পরাণে সংসার মাখি,— সংসারের দূরে থাকি!
অনন্ত অশান্তিনীরে চলিয়াছি ভাসি,
জীবনে জড়ান তবু, জগতের হাসি!

২

আপনার সুখ দুখে ভাবিনাক আর,
পরের রোদনে তবু ঝরে আঁখিধার;—
ভালবাসি, কাঁদি তাই, তবু ত বাসিতে চাই,
সাধ হয়, নাবাইতে জীবনের ভার
তথাপি সংসার-মাখা পরাণ আমার!

৩

ভুলে ভুলে ভরে গেছে এ পাপ জীবন,
জ্ঞানালোক আশে এই সন্ন্যাস গ্রহণ ;
হৃদয়ে শ্মশান পুষে, শান্তি আশে আছি বসে,
জীবনের আশে পাশে গেঁথেছি মরণ—
তবু কেন জাগে প্রাণে—'সংসার-স্বপন' ?

৪

হাসি আসে—এই কিরে কঠোর সন্ন্যাস !
অশ্রু ঝরে—এই কিরে ধর্ম্মশিক্ষা আশ !
ভালবেসে সুখ নাই, যে বলে বলুক ভাই,
যে পারে পরের দুঃখে থাকুক উদাস ;—
ভালবাসা ধর্ম্ম মোর—হ'লনা সন্ন্যাস !

ভিক্ষা ।

যে ক' বিন্দু অশ্রুবারি পড়িবে ঝরিয়া, দেব,
তোমারে স্মরিয়া,
সুনীল আকাশপটে, তারকা গড়িয়া তায়,
রেখোগো তুলিয়া ;—
বিমল উজল আঁখি, উদাসে মেলিয়া যবে,
চেয়ে রবে তারা ;
প্রেমিকের স্বচ্ছ হৃদি, সে তারাগুলিরে দেখি
হবে আত্মহারা ।
যতগুলি দীর্ঘশ্বাস, এ বুক ফাটিয়া প্রভু
হইবে বাহির—
তোমার আসনখানি, চুমিয়া হয় গো যেন
মলয়-সমীর ;

বসন্তের আগমনে, দোলাইয়া লতাদল,
যখন তাহারা—
সুপ্ত দম্পতির কক্ষে, পশিবে, সে দুটী হৃদে
ঢালি শান্তিধারা,—
সার্থক হইবে মম, সন্তপ্ত নিশ্বাসগুলি
সে প্রীতি লভিয়া ;
স্নিগ্ধ হবে হিয়াতল, তোমারি করুণা-হ্রদে
পড়িব ঢলিয়া !

অভিমান।

১

একটু দোষের তরে, এত অভিমান!
আর কি কবেনা কথা, শুধাবেনা কোন কথা,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক, রবে কি পাষাণ!
দাঁড়ালে তোমার দ্বারে, আর কি চাবেনা ফিরে
আর কি সে স্নেহধারা করিবে না দান?
যদি তব গৃহে যাই, "দূর হ বালাই ছাই"—
বলে কি ভাঙ্গিয়া দিবে, ভাঙ্গা হৃদিখান?
ছি ছি—এত অভিমান!

২

বুঝায়েও দিবেনা কি, কি দোষ আমার?
শিশুকাল হ'তে যাকে, দেখেছ স্নেহের চোখে,
—ঘৃণায়, তবে কি আঁখি ফিরালে এবার?

তৃণ হ'তে তুচ্ছ আমি, তাহা কি জেনেছ তুমি,
তাই কি উপেখা বাণ হান বার বার ?
অভাগার কেহ নাই—, এই কি, ভেবেছ, তাই
অজানা অচেনা প্রায়, এই ব্যবহার !
মিছা—মুখ ভার ভার

৩

যে দোষে কঠোর শাস্তি করেছ বিধান,—
যদি একবার হেসে, একবার ভালবেসে,
বুঝাতে বসিতে মোরে, ভুলি অভিমান ;—
তা' হ'লে—তা' হ'লে বুঝি, পারিতাম আঁখি মুছি,
"কে পড়েছে ভ্রমজালে" করিতে প্রমাণ ;—
দিলেনা সে অবসর, শুধুই বলিলে 'সর'
উপেক্ষায়, বজ্রঘায়, ভেঙ্গে দিলে প্রাণ !
ছি ছি—এত অভিমান !

৪

একটু দোষের তরে এত অভিমান !
একবার ভাবিলেনা একবার বুঝিলেনা,
একবার তুলিলেনা করুণ নয়ান !
চাহি নাই উপকার, চাহি নাই উপহার,
—চাহিবনা, কারো কিছু, থাকিতে পরাণ ;—

অবোধ শিশুর প্রায়, লুটেছিনু দুটী পায়
তবুও ত করিলেনা সস্নেহ আহ্বান !
ছিছি—এত অভিমান !

৫

তুমি বড়, আমি ছোট—তাই কি এ ভাণ ?
আমি মূর্খ, তুমি জ্ঞানী আমি তুচ্ছ, তুমি মানী,
তাই কি শিখেছ হেন ভেঙ্গে দিতেপ্রাণ ?
কঠোর সংসার হায় ! সবি হেথা বাজে পায়,
স্নেহ-স্মৃতি টুকু শুধু করে ছায়া দান—
তা' যদি না দিতে চাও, কাজ নাই—ফিরে নাও,
জ্ঞানী—মূর্খে, গুরু—শিষ্যে,—ভাল এ বিধান—
তবে—থাক অভিমান।

যদি—তবে।

১

বৈতরণী-নদীতীরে বিজন কাননে,
এক বৃন্তে দুটী ফুল, যদিগো ফুটিয়া,
পারিতাম থাকিবারে দুঁহু দোঁহাসনে,
দোঁহে একসাথে যদি যেতাম ঝরিয়া ;—

২

স্বচ্ছ নদীজলে, যদি দুলিয়া দুলিয়া,
পর্ণে পর্ণ মিলাইয়া চলিতাম হাসি ;
সুমৃদু হিল্লোলে তবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
সুদূর স্বরগপুরে যাইতাম ভাসি।

৩

পশিতনা সংসারের কোন কোলাহল,
কুটিলতা প্রতারণা জাগিতনা জ্ঞানে ;
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিত যদি সমুদ্র অতল,
নিমগন রহিতাম দুঁহু দোঁহাধ্যানে।

৪

অথবা তারকা হ'য়ে আকাশের গায়,
উজল জ্যোছনামাঝে গোপনে ডুবিয়া ;
থাকিতে পেতাম যদি তোমায় আমায়,
পরস্পর পরস্পরে বিভলে চাহিয়া—

৫

স্বার্থভরা জগতের মলিনতারাশি,
আবদ্ধ থাকিত শুধু জগতের পায় ;
আমরা জ্যোছনা ঠেলি, ধীরে পরকাশি,
চাহিতাম ধরণীরে—তীব্র উপেক্ষায় !

৬

তোমার পৃথক্ যদি না থাকিত দেহ,
আমারি এ দেহে যদি তুমি হ'তে প্রাণ,—
চোখেতে পে'তনা দেখা তবে কারো কেহ,
থাকিতাম 'তুমি-আমি' মাঝে ব্যবধান—

৭

অথচ দুটীতে মিশি অচ্ছেদ্য বাঁধনে,
রহিতাম যতদিন থাকিবার হয় ;
‘প্রাণ’ যবে ঊর্দ্ধে যেত, দেহটী ছাড়িয়া,
নিম্নে—পৃথ্বীতলে হ’ত এ জড়ের লয়।

৮

যদি-যদি-যদি হ’ত এরূপ জীবন
তবে-তবে-তবে বুঝি জুড়াত যাতনা ;
কিন্তু, হায়! কোথা তুমি,—সাধের স্বপন—
মাঝখানে বহে ‘যদি,—তবে’ এ কল্পনা!

প্রেম ও দেবতা।

১

জানিনা দেবতা—তিনি কোন অমরায়,
শুনিতেছি চিরদিন, 'তিনি নিরাকার'—
জনমে জনমে তবে,
দেখা কি গো নাহি হবে,
সাকার মূরতি তব দেবতা আমার ?
বিশ্বের অস্তিত্ব যবে,
প্রলয়ে ডুবিয়া রবে,
তখনো কি—তখনো কি হবে না সাকার ?

২

"ঈশ্বর আকারহীন" অনন্ত সময়,
তাই যদি হয় স্থির, তাই যদি হয় ;

তবে ত অস্তিত্বে তাঁর,
বিশ্বাস রবে না আর,
আছে কি না আছে, মনে হইবে সংশয় ;—
সন্দেহ-তিমির-ঘোরে,
যুগে যুগে অন্ধকারে,
অজ্ঞাত আকারে ভক্তি হয় কি উদয় ?

৩

তবে কি গো হিন্দুশাস্ত্র অলীক কল্পনা,
তবে কি ঈশ্বর শুধু মিথ্যা আলোচনা ?
কর্ম্মহীন ঋষিকুল,
তবে কি শুধুই ভুল,
উন্মত্ত প্রলাপ প্রায় করেছে রচনা ?
তবে কি ঈশ্বর নাই,
ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ, ছাই,
শুধুই কি ভুলে ভরা শুধু বিড়ম্বনা !

৪

কে বলে, হিন্দুর শাস্ত্র মিথ্যা আলোচনা,
"ঈশ্বর আকারহীন" অলীক কল্পনা—
জগতের ধর্ম্মমূল,
হিন্দুশাস্ত্র শুধু ভুল,

যে বলে বলুক্, কিন্তু আমি তা ভাবিনা ;
নানা দেশে নানা ধর্ম্ম,
বিভিন্ন বিজ্ঞান মর্ম্ম,
'ঈশ্বরের রূপভেদ'—আমি ত দেখিনা।

৫

প্রেমই ঈশ্বর ভবে—ধারণা আমার ;
এই মহাশক্তি একা, শাসিছে সংসার ;
প্রেমের আকার নাই,
চোখে না দেখিতে পাই,
অথচ প্রাণের মাঝে বহে অনিবার ;
ভিন্ন রীতি ভিন্ন কর্ম্ম,
তবু প্রেম এক(ই) ধর্ম্ম,
ভালবাসা প্রাণে গাঁথা, তবু সবাকার।

৬

শুনেছি, ঈশ্বর তিনি সর্ব্বশক্তিমান্,
বুঝেছি,—প্রেমের শক্তি অনন্ত মহান্,
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার
বিজেতার তরবার

বিনয়ে প্রেমের পদে করে আত্মদান ;—
রবি শশী গ্রহ তারা,
ভালবেসে আত্মহারা,
পরস্পারে টানিতেছে—হৃদয়ের টান।

৭

বিশাল জগত'পরে যা কিছু সুন্দর
একত্রে মিশায়ে গড়া এ প্রেম ঈশ্বর ;—
মলয়ের মৃদুশ্বাস,
কুসুমের স্নিগ্ধবাস,
চাঁদের জ্যোছনা ঢালা শারদ-অম্বর,—
কোথাও মাধুর্য্য নাই,
সব ভস্ম, সব ছাই,
প্রেম যদি নাহি থাকে উজলি অন্তর।

৮

দেখিয়াছি ধর্ম্মগ্রন্থে,—'দেবতা অমর'
তাইত বুঝিতে চাই—প্রেমই ঈশ্বর ;
যা কিছু জগতে হায়,
নিমেষে মিশায়ে যায়,

প্রেমের বিনাশ নাই, মরণের পর ;
প্রতি পরমাণু মাঝে
প্রেমের অস্তিত্ব রাজে
অলক্ষ্যে এ বিশ্বরাজ্যে বেঁধে থাকে ঘর।

৯

দেবতা সাকার দেখি,—ভক্ত-কল্পনায়—
প্রেমের(ও) সাকাররূপ চোখে দেখা যায় ;
প্রাণ খুলে যারে আমি
ভালবাসি দিনযামি,
সেই ত দেবতা মোর এ মর ধরায় ;
প্রীতি-ভক্তি-ফুল দিয়া,
মনোমত সাজাইয়া,
পূজিব অনন্তকাল, সেই দেবতায়।

১০

অদৃষ্ট বলিয়া কিছু মানিনা'ক আর
আপন হৃদয়বল অদৃষ্ট আমার
এ জীবন-পথে ভাই,
যদি শত বাধা পাই,

বুঝিব সে প্রেম হৃদে নাহিক আমার
যাহার পরশে হায়,—
পাষাণ ফাটিয়া যায়,
স্বরগে-নরকে মিশে হয় একাকার !

আশার সীমানা।

১

অসীম আশার শেষ পেয়েছি খুঁজিয়ারে
পেয়েছি খুঁজিয়া ;
কল্পনার বেড়া দিয়ে,
আকাঙ্ক্ষারে ঘিরে নিয়ে,
এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছি আসিয়া।

২

জ্ঞানের বিমল জ্যোতি লভিবার আশা রে
—মিটাতে সে তৃষা,
এ বিশাল মহীতলে,
যা'কিছু রতন ফলে,
আমারি ভাবিয়া সব,—পুরায়েছি আশা।

৩

অতৃপ্ত বাসনা ল'য়ে হব'না বিদায় রে
হব'না বিদায় !
যদি কভু যায় সাধ,
"ধরি আকাশের চাঁদ,"
কল্পনার গণ্ডী দিয়া ঘিরে লব তায়।

৪

কল্পনায় ধরাখানি ভাবিব আপন রে
ভাবিব আপন ;
আপনি 'সম্রাট্' সাজি,
পরি' নানা রত্নরাজি,
সসাগরা সারা বিশ্ব করিব শাসন।

৫

কল্পনায় ছুটে যাব মরণের দেশে রে
মরণের দেশে ;
আমারে ভুলায়ে ছলে,
গেছে যারা সেথা চ'লে,
তাহাদের সনে মিশে, কথা কব হেসে।

৬

স্বর্গদেশ দেখিবারে যদি সাধ হয় রে

যদি সাধ হয়—

তুলিয়া করুণ তান,

গাহি বিভুপ্রেমগান,

সৃজিব "দ্বিতীয় স্বর্গ" এ মর ধরায়।

৭

"আশার নিবৃত্তি নাই"—আমি তা মানিনা রে

আমি তা মানিনা ;—

কল্পনায় আশা বাঁধি,

তাই এ সাধনা সাধি,

পেয়েছি সান্ত্বনা শেষে—আশার সীমানা।

ভক্তি।

জগদীশ !

যে শুভ্র নির্ম্মল প্রাণ দিয়া করুণায়,

পাঠাইয়া দিয়াছিলে এ পাপ ধরায়—

বুঝিতে মনের বল,

ভুগিতে করমফল,

প্রলোভন পদে দলি, পূর্ণ মহিমায়

ফিরিতে পরীক্ষাশেষে পুনঃ তব পায়।

আজ বুঝি কাঁপিতেছে সে শুভ্র-হৃদয়,

প্রলোভনে টলিতেছি যেন মনে হয় ;

পাছে কলঙ্কের রেখা,

হৃদে র'য়ে যায় আঁকা,

পাছে গো বিপথে চলি, হইতেছে ভয়
সভয়ে স্ম'রেছি আজ তাই দয়াময়।

এস সখা, কাছে এস, দেখি একবার
পবিত্র প্রতিভাপূর্ণ আনন তোমার ;
ও পদ বুকেতে রাখি,
মুখপানে চেয়ে থাকি,
চিনে লই, জেনে লই আমিত্ব আমার,—
বুঝে লই—'জগতের সকলি অসার' !

ত্রিদিব হইতে প্রভু, যেই প্রেমহার
সস্নেহে ছড়ায়ে দে'ছ বুকে বসুধার,
পঙ্কিল সংসারে আসি,
স্বার্থ বাসনায় মিশি,
ধরেছে সে প্রেম হেথা নূতন আকার
ভালবাসা মানে হেথা শুধু "ব্যভিচার"।

ধরায় 'বন্ধুত্ব' শুধু স্বার্থ-বিনিময়,
ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির তরে "রমণী-প্রণয়" ;

রমণীকে ভালবাসি,
যদি বলি পরকাশি,
বুঝিবে সংসার তায় ঘৃণ্য অভিপ্রায় !
পুরুষে পুরুষে প্রেম—লোকে হাসে তায় !

এমনি কলুষভরা এ পোড়া সংসার !
কাহারে জানাব ব্যথা, কে বুঝিবে আর ?
তাই আজ সকাতরে
তোমার ও পদ'পরে
নিবেদন করিতেছি এ জ্বালা আমার
তুমি না করিলে দূর, কেহ নাহি আর।

অনুক্ষণ এই নীচ দৃষ্টান্ত দেখিয়া
আজ যেন পাপ-স্রোতে টলিতেছে হিয়া—
সদা ভালবাসা আগে,
কুচিন্তা হৃদয়ে জাগে,
স্বার্থ লালসায় 'প্রেম' যেতেছে মিশিয়া,
অতৃপ্ত প্রণয়তৃষ্ণা উঠে গুমরিয়া !

'ভালবাসি,'—প্রকাশিতে নাহিক সাহস,
সতেজ গর্ব্বিত প্রাণ হ'তেছে অবশ !
চাহি প্রেমাস্পদ পানে,
সঙ্কোচ আসে গো প্রাণে,
উদ্যম, অদম্য আশা হতেছে অলস—
অবাধ্য হতেছে মন, আমি তারি বশ !

ছি-ছি-ছি ! এই কি প্রভু সাধনার ফল ?
লালসায় পরাজিত হবে হৃদি-বল !
তোমার অমূল্য দান,
হবে কি গো শতখান,
না-না সখা, দিয়োনাক জ্বালিয়া অনল,
যতদিন রবে স্মৃতি, থাক্ নিরমল।

দূর হ'ক্ ভালবাসা—চাহিনাক তায়
খুঁজিবনা—যাচিবনা, জগতের পায়,
কেগো ভালবাসা নামে,
উচ্চ লক্ষ্য আসে নেমে,
উদার প্রবৃত্তিগুলি ধূলায় লুটায়—
পবিত্র কল্পনা যত, ম্লান হ'য়ে যায় !

তোমার রচিত বিশ্ব তারি পথে যাক্
তোমার এ মায়াজাল, তাহাতেই থাক্—
বিশ্বের বাহিরে মোরে,
লয়ে চল ধীরে ধীরে,
হৃদয় জ্বলিয়া যদি হ'য়ে যায় খাক্
তবু সখা, মতি মম তোমাতেই থাক্।

তোমাকে পূজিব সদা হৃদয়ে রাখিয়া,
রাখিব তোমারি জ্যোতি পরাণে মাখিয়া,
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে,
তোমাকেই সাজাইয়ে,
ও পায় এ হৃদিখানি দিবগো ঢালিয়া,
তোমারি প্রণয়-নারে রহিব গলিয়া!

বিদায়ের অশ্রু।

১

সেই একদিন, ভাই, শারদ-নিশায়,
ভগ্নবুকে, অশ্রুমুখে,—নীরব বিদায়—
স্নেহের প্রতিমাগুলি
জলভরা আঁখি তুলি,
কাতরে, করুণে, শুধু চেয়েছিল, হায়!
ভেবেছিল—আসে যদি তবে কেন যায়।

২

কত অতীতের কথা জেগেছিল মনে ;
সান্ত্বনা পারিনি দিতে—নয়নের কোণে
শুধু ফোঁটাকত জল,
করেছিল টলমল,—
ঝ'রেছিল অন্ধকারে, নীরবে—গোপনে,
দু'হাতে হৃদয় চাপি আছিনু যতনে।

৩

শূন্যপ্রাণে, শূন্যপানে উদাসে চাহিয়া,
তিনজনে তরণীতে বসিনু আসিয়া ;
রুদ্ধ কল্লোলিনী প্রায় ;
গুমরি গুমরি হায়,
জাগিল অনন্ত ব্যথা, বক্ষ আলোড়িয়া,
অতীত রাগিণী কত উঠিল বাজিয়া।

৪

বাহিয়া চলিল তরী ধীরে ধীরে ধীরে,
চাহিলাম গৃহপানে ফিরে ফিরে ফিরে ;
—আধঢাকা তরুছায়,
তবু যদি দেখা যায়,—
ছাড়িতে সে পুণ্যতীর্থ প্রাণ চায় কি রে !
মনে হ'লে, ফাটে বুক—ভাসি আঁখিনীরে !

৫

আর ত যায় না দেখা—স্তব্ধ চারিধার !
ক্ষেপণি-নিক্ষেপ-রব, শুধু বার বার
কৌমুদি-বিছান জলে—
আমারো হৃদয়-তলে,

ঢুপ্‌দাপ্‌ শব্দ এক—কিছু নাহি আর—
নীরব নীথর নিশা—আলোক আঁধার!

৬

আলোকে আঁধারে মিশি তীর-তরু-রাজি,
জোনাকির মালা পরি দাঁড়ায়েছে সাজি;
ঝিল্লি-মুখরিত রাতে,
জল-সঞ্চালিত বাতে,
আধ ঘুমি, আধ জাগি, পুনঃ আঁখি মাজি,
তবু সে বিদায়-গাথা বুকে উঠে বাজি।

৭

তোমরা সুষুপ্তিকোলে ছিলে ত মগন,
ঘুমাতে পারেনি শুধু এ পোড়া নয়ন;
বসিয়া নৌকার পাটে,
চাহিয়া দেখেছি মাঠে,
জলেতে ডুবিয়া গেছে, গুল্মলতাবন;
ধানগাছ ভাঙ্গি তরী করিছে গমন।

৮

অস্ফুট জ্যোছনা ভেদি, দেখেছি চাহিয়া—
দীর্ঘ বটবৃক্ষ এক আছে দাঁড়াইয়া,

শাখাগুলি হ'তে তার,
শত শত জটাভার,
অলসে মাঠের জল চুমিছে আসিয়া,
ধ্যানমগ্ন, উর্দ্ধশিরে, তবু সে জাগিয়া।

৯

সেই বহু পুরাতন পাদপের তলে,
সন্ধুক্ষিত চিন্তা এক দেখিলাম জ্বলে ;
তখনো নিভেনি তার,
তীব্রক্ষুধা রসনার,
তখনো আহার তাই খুঁজিবার ছলে,
লেলিহান্ শিখারাশি ছুটিছে অনিলে !

১০

মনে হ'লো, মাসীমার অন্তিম শয়ন,
কাঁদিয়া উঠিল হৃদি, ঝরিল নয়ন,—
এইরূপ চিন্তা, হায়,
গ্রাসিয়াছে মাসীমা'য়,
জগতে পাবনা আর তাঁর দরশন!
চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে তাই ভাবিনু তখন :—

১১

—তুমি ল'য়ে যাবে দেবি চরম বিদায়,—
এই যদি মনে ছিল, তবে কেন হায়
দুদিনের তরে মোরে,
ডেকেছিলে স্নেহভরে,
শতফেরে বেঁধে দিতে এ মোহমায়ায় ?
ভগিনী, ভগিনীপতি—কে চিনিত তায়!

১২

ভুলে ত ছিলাম, দেবি, বোনগুলি মোর!
দেখিনি ভগিনীপতি—তবে মায়াডোর
কেন পুনঃ মাঝে দিয়ে,
তুমি গেলে পলাইয়ে,
অপূর্ব্ব স্নেহের তব শাসন কঠোর—
ভুলে যেতে সাধ—তবু একি মোহঘোর!

১৩

তোদের ঘুমন্তমুখে চাহি বার বার,
জলেতে নয়নদুটী ভরিল আমার!
—রজনী হইলে শেষ,
তোরা যাবি একদেশ,

আমি একা ল'য়ে যাব হৃদয়ের ভার,—
কতদিন পরে দেখা হইবে আবার!

১৪

ব্যথিত পীড়িত বক্ষ দু'হাতে চাপিয়া,
তোদের কুটীর মাঝে পড়িনু শুইয়া;
কতক্ষণ সুপ্তিবুকে,
ডুবিয়া ছিলাম সুখে,
ঘুম ভেঙ্গে দেখি, তরী ঘাটেতে লাগিয়া;
ঊষার শীতল বায়ু চলিছে বহিয়া।

১৫

নির্ম্মম এ বিশ্বরাজ্য,—কঠোর মহিমা—
অশ্রু দিয়ে, অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের সীমা!
—উঠিলাম বাষ্পরথে,
জাগিল মানসপথে,
উজ্জল কিরণময়ী—মূর্ত্তি-মাধুরিমা—
শুভ্র-প্রীতি-ভক্তিমতী,—আমার মাসীমা!

ছাড়াছাড়ি।

তুমি একদেশে আছ, আপন ভাবনা ল'য়ে,
আমি আছি একদেশে উদাস হিয়ায়,—
তবু বুঝি দুটী প্রাণে, একস্বরে বাঁধা গান
দিবানিশি ভেসে উঠে ধীরে ব'য়ে যায়।

আমি ত চাহিনা সখি, থাকিতে তোমার কাছে,
আমি ত আকুল নহি দেখিতে তোমায়!
তবে কি বাসিনা ভাল, তবে কি ভুলিয়া আছি,
লজ্জানত হাস্যমুখী, প্রেম-প্রতিমায়?

আমি যে গো হৃদিমূলে, মানসী-প্রতিমা খানি
বসায়েছি চুপে চুপে,—পূজিতে প্রয়াসী—
সে প্রতিমা ধ্যান করি, এ সারা নিখিল ময়,
তোমারি বিকাশ দেখি প্রেমনীরে ভাসি।

তুমি ত জাননা সখি, কি গভীর, কি মহান্,
স্মৃতি ল'য়ে জীবনের উদার উল্লাস ;—
তাই এই ছাড়াছাড়ি, ও কোমল বুকে বাজে
তাই মোরে দেখিবারে হেন অভিলাষ।

একই আকাশের তলে, একই ধরণীর কোলে
দুটীতে ত আজনম আছিগো বসিয়া ;
একই চাঁদ নীলাকাশে, যামিনীতে যায় আসে,
তুমি দেখ, আমি দেখি পুলকে চাহিয়া ;—

প্রভাত-অরুণ-কর, পরশি তোমার কায়
সর্ব্বাঙ্গে আমার পুন পড়েগো লুটিয়া ;
সমীরণ, চুরি করি, হৃদয়-স্পন্দন তব,
আমার পরাণে আনি দেয়ত ঢালিয়া।

এত ছোঁয়াছুঁয়ি, তবু, তুমি বল "ছাড়াছাড়ি"
'কাছে থেকে দূরে ভাবা'—এ রীতি কেমন !
আমি জানি, ছাড়াছাড়ি, কখন হবেনা সখি,
তুমি-আমি গাঁথা রব জনম জনম।

"ছাড়াছাড়ি"—মিছা কথা, বুঝিবা ভাষার ভুল,
"কাছাকাছি"—চিরসত্য, অনন্ত অমর ;
শরীরের উপাদান, ধূলায় মিশিয়া রবে,
প্রাণে প্রাণ, ঊর্দ্ধদেশে, যুগযুগান্তর !

দুঃখই সুখ।

১

মরিয়াছি চিরদিন সুখের আশায়,
কোথা পাব সুখ, তাই খুঁজেছি সতত
সুখ কোথা ? মরীচিকা ! দারুণ তৃষায়
ক্লিষ্টপ্রাণে, মর্ম্মব্যথা করেছি সঞ্চিত।

২

সংসারে সুখের আশা পাগলের সাজে,
তাই গো রাখিয়া দূরে সাধের সংসার
প্রকৃতির মনোময়ী শোভারাজি মাঝে,
খুঁজেছি—বিমল সুখ যদি থাকে তার।

৩

প্রফুট প্রসূনে ভরা প্রমোদ-কাননে

যূথিকা-জড়িত স্নিগ্ধ-কুঞ্জ-অন্তরালে,

বসিয়াছি কতবার কুসুম-আসনে,

শুনেছি পাপিয়া-তান তমালের ডালে—

৪

কতবার উষাগমে সরসী-সলিলে,

মুদিত কমলদলে, ঘোমটা খুলিয়া

প্রাণেশের পানে চাহি প্রেম-অশ্রুজলে

ভাসিতে দেখেছি সখা, বসিয়া বসিয়া।

৫

কতবার নদীতীরে সায়াহ্ন-সময়,

স্বর্ণবর্ণ রশ্মি-ছটা লহরীর গায়,

হেরিয়া, আকুলে কাঁদি উঠেছে হৃদয়—

মিশে যেতে সেই স্বর্ণ-কিরণ-ছটায়।

৬

কতদিন শারদের শুভ্র জ্যোছনায়,

নির্ম্মল নীলিমাকাশে চাহিয়া চাহিয়া,

শশাঙ্কের লুকোচুরি দেখিয়াছি হায়,—

আকুলে হৃদয় চাপি এসেছি ফিরিয়া!

৭

প্রকৃতির রমণীয় সুষমা-নিচয়
যদিও ঢেলেছে সুধা পরাণে আমার ·
তবু এক ব্যাকুলতা—কি-জানি—কি-ময়—
জেগেছে মরমতলে যেন বার বার।

৮

পাপিয়ার কণ্ঠস্বর—মাখা তীব্রতায়!
নিরাশা-সাগরে যেন গেছি ডুবে তায়;
কমলের প্রেমমাখা সরম-শঙ্কায়;
সীমাবদ্ধ প্রেম ল'য়ে জ্ব'লেছি তৃষায়।

৯

শশাঙ্কের হাসি হেরি মুক্ত নীলাকাশে
আর একখানি চাঁদ উঠেছে ভাসিয়া;
বাঁধিতে তাহার হাসি তুলনার পাশে,
বিফলে সমগ্র সৃষ্টি ম'রেছি খুঁজিয়া।

১০

ব্যাকুলতা, সে কি সুখ? তা'ত কভু নয়!
আশায় আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, অতৃপ্তি মেটেনা—
তবে কারে সুখ বলি, কিসে শান্তি রয়?
সুখ কভু সুখ নয়—সে যে গো যাতনা।

পতিতা।

১

পাপের জীবন্ত ছবি, পতিতা রমণী,
দুঃখিনী তোদের মত কে আছেরে আর ?
কলুষিত রক্তবাহী তোদের ধমনী,
হৃদিতল ছেয়ে আছে জ্বলন্ত অঙ্গার !

২

'ভালবাসা' ল'য়ে সদা পিশাচীর খেলা,
জানিস্ যোগাতে মন করি নানা ভাণ !
প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, আর ছলাকলা,
তোদেরই তরে বুঝি, প্রকৃতির দান !

৩

বিধাতার বিশ্বরাজ্যে লভিয়া জনম,
সমাজের বহির্দ্বারে আছিস্ পড়িয়া ;
নাহি লাজ, নাহি মান, ধরম করম,
পঙ্কিল-সরসীনীরে আছিস্ ডুবিয়া।

৪

তোদেরই দুর্দ্দশা বুঝি করিতে বর্ণন
"নরক" কথার সৃষ্টি হয়েছে ভাষায়
অজ্ঞানতা অন্ধকারে থাকি নিমগন
জনম লুটাতে চাস্ ইন্দ্রিয় সেবায় !

৫

ভুলেও কি একবাব পড়ে নারে মনে.
কি মহা উদ্দেশ্য ভরা মানব জীবন ?
প্রেমের অমর ছবি, পতিব্রতা ধনে
বিসর্জ্জিয়া লভিতেছ জীবন্তে মরণ !

৬

দারিদ্র্যে যে কত শান্তি প্রেমের সংসারে,
কভু কি বাবেক বসি ভেবেছিস্ তোরা ?
দারিদ্র্য, মহত্ত্ব কত মানবে বিতরে,
না বুঝে থাকিতে চাস্ ঐশ্বর্য্যে বিভোরা !

৭

পরস্পর প্রেমে বাঁধা, দরিদ্র দম্পতি—
কত সুখে থাকে তারা, কুটীর আবাসে ;
তোরা বিলাসের দাসী, নারী পাপমতী,—
সে সুখ-আস্বাদ কিরে কল্পনায় আসে ?

৮

তোদের কনক-হার, হীরক-বলয়
বৃশ্চিক-দংশন-সম, ফোটেনা কি গায় ?
তোদের কুসুম শয্যা, কঠোরতাময়
বিষাক্ত জীবন ভার বাজে না কি পায় ?

৯

তোদের কি দিব দোষ—তোরা ত রমণী
সমাজের পশু যেরে তোদের ভুলায় !
কাড়িয়া ছলনা জালে, সতী-শিরোমণি,
বাসনা হইলে পূর্ণ ঠেলে যায় পায়।

১০

উন্মুক্ত তাদের তরে সমাজের দ্বার—
নিরাপদে তারা পুন পায় সেথা স্থান ;
তোদের(ই) "সমাজ" আর নহে আপনার—
ঘৃণায় তোদের দেখি ফিরায় নয়ন !

১১

এমন "নিস্বার্থ-ধর্ম্ম"—শুনে হাসি পায়,
ধর্ম্মেতেও মলিনতা ছি ছি কি লাঞ্ছনা !
পুরুষ-রচিত-শাস্ত্র—তা'বলে কি, হায়,
আপন সুবিধাটুকু, এত করে টানা।

১২

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—হিন্দুত্ব গৌরব—,
রমণী-সতীত্ব-স্বর্গে তবে কেন হায়
পুরুষের স্বার্থময় বিলাস বৈভব,
পাশাপাশি দাড়াইয়া থাকিবারে পায় !

১৩

যে চায় ঠেলুক পায়, তোদের ভগিনি,
যে থাকে ঘৃণায় মুখ থাকুক ফিরায়ে ;
যদিও অভাগী তোরা, পতিতা রমণী,
তথাপি ঝরিবে আঁখি, তোদের স্মরিয়ে।

১৪

তোদের (ও) জননী —যিনি বিশ্ব-প্রসবিতা,
আমাদের (ও) "মা" যে সেই "জগত-জননী"
তবে কেন দলাদলি, এ ক্রুর নীচতা,
তোদেরও হৃদয়-বহ্নি নিভিবে ভগিনী।

১৫

যদিও আঁধারে পড়ি, "জননী" তনয়া
বিপথে গেছিস্ লয়ে জীবনের গতি—
তোদের উদ্ধার তরে তথাপি, অভয়া,
আসিবেন যদি থাকে মাতৃপদে মতি।

১৬

অথবা তনয়া যদি মা'কে ভুলে রয়,
মাতা কি করেনা তার কল্যাণ কামনা ?
কলুষ-নাশিনী তারা করিলে আশ্রয়,
পাবি শান্তি— ঘুচে মরম যাতনা !

কৃতজ্ঞতা

১

তুমিই দিয়াছ প্রাণ, তুমিই করেছ দান,
যা' কিছু অভাব মম হয়েছে যখন ;
কাঁদিতে দেখিলে পরে, সস্নেহে চিবুক ধরে
মুছাযেছ আঁখিজল করিয়া চুম্বন ;
দিশেহারা প্রাণলয়ে, উদাস, আকুল হয়ে,
গতসুখ স্মরি যবে জ্বলেছি তৃষায়,
তুমিই ত কাছে আসি অলক্ষ্যে পরাণে পশি
বিমল সুধার ধারা ঢেলেছে হিয়ায় !
দুঃখে অশ্রু, সুখে হাসি —অপূর্ব্ব মিলন
তুমি ওগো ইষ্টদেব, করেছ সৃজন।

২

দেখি শত প্রলোভন, যখনি টলেছে মন,
আলো ছাড়ি অন্ধকারে গিয়াছি ডুবিতে—

তর্কযুক্তি'পরে ভাসি, তোমার মূরতি আসি
বিমল মধুর আলো জ্বলেছে চকিতে,
সে রশ্মি সম্পাতে হায়, খুঁজে পেয়ে আপনায়,
তোমারি ইঙ্গিতে চাহি প্রকৃতির পানে,
চিনেছি জীবন-পথ, দেখেছি কর্ত্তব্য রথ
প্রকৃতির উপদেশ গাঁথিয়াছি প্রাণে ;
তোমারি করুণাধারা, স্নেহের কিরণ,
উদ্দীপিত করিয়াছে এ মর জীবন।

৩

এত যে অমূল্য দান, করিতেছ ভগবান,
এত যে জ্ঞানের জ্যোতি রেখেছ জ্বালিয়া,
তার প্রতিদানে আমি, কি করেছি অন্তর্যামী—
অনিত্যে মজিয়া আছি তোমারে ভুলিয়া!
আমার আপন দেশ, যেখানে হে হৃষিকেশ,
বিরাজ সতত তুমি পূর্ণ মহিমায়—
কভু কল্পনার কোণে, সে দেশ পড়েনা মনে
সংসার-বিদেশে আছি আবদ্ধ মায়ায়!
তোমারি কৃপায় লভি জীবন আমার,
সন্দেহ করেছি প্রভু, অস্তিত্বে তোমার।

৪

যাঁর পদছায় ত্রাণ, তাঁরে করি অপমান,

হেন 'কৃতজ্ঞতা' প্রভু কে শিখালে মোরে ?

তুমি কি গো, বল তাই, জগতে ঈশ্বর নাই

এ কথা শিখায়ে দেছ নিজে জোর করে ?

তাহা যদি নাহি হয়, তবে কেন দয়াময়,

তোমারি সৃজিত প্রাণী তোমারে না চায় !

তবে কেন, জগদীশ ! পাপাগারে অহর্নিশ

কৃতঘ্নতা শিখাইতে ফেলে রাখ তায় ?

পায়ে তুলে নাও প্রভু, পায়ে তুলে নাও,

তোমারে চিনিতে সাধ—তুমিই চিনাও !

শেষ

কিসের এ শেষ ?

নবীন প্রণয়ী দল,

মানিনীর আঁখিজল,

সোহাগে, চিবুক ধরি, মুছাতে নিবেশ ;

ভাঙিতে প্রিয়ার মান,

কিছু নাহি ঠিক পান,

বধূর অধরে তবু নাহি হাসিলেশ,

হেনকালে গহনার তালিকা প্রবেশ !

'দারুণ মানের পালা'—তার নহে শেষ।

১

কিসের এ শেষ ?

ক্যোমিকেল কবি যারা,

প্রেমলয়ে দিশে হারা,

সন্ন্যাসী হইয়া, চান, ছেড়ে যেতে দেশ!
প্রিয়াকে লেখেন পত্র,
প্রতিবারে, শেষ ছত্র,
"বিদায়, বিদায়, প্রিয়ে, তবে এই শেষ!"
অথচ "বিদায়" তাঁর—"পত্রিকা-বিশেষ"
'প্রেম লয়ে দেশছাড়া'—এ নহে সে শেষ!

৩

কিসের এ শেষ?
যাইতে চাকুরী স্থানে,
কত কথা আসে প্রাণে,
বধুকে কাঁদাতে পটু, কথায় অশেষ—
"হইতেছি বনবাসী
আর আসি কি-না আসি
আর দেখা হবে কি না—জানিনা বিশেষ"
মিলনের শেষদিনে, হায় পরমেশ!
বিরহের অভিনয়—এ নহে সে শেষ।

৪

কিসের এ শেষ?
মৃতুর স্বর্গীয় ছটা,
হৃদিপটে আছে আঁটা,

দূর অতীতের স্মৃতি দহে মর্ম্মদেশ !
শূন্যপানে চেয়ে চেয়ে,
আঁখি আসে জলে ছেয়ে,
তবু উর্দ্ধরাজ্যে চাহি থাকি অনিমেষ !
অশ্রুর আসান নাই তবু "অশ্রু" শেষ
হৃদয়ের "শোকগাথা"—তারি [illegible]